করোনা করবে না করুণা
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন
AB

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ৮ মাঘ – ১৪ মাঘ, ১৪২৮ ঃ ২২ জানুয়ারি – ২৮ জানুয়ারি, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 13, 22 January - 28 January, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

বিবাদে বঞ্চনা, আমাদের ক্ষমা করো সুভাষ

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন প্রত্যেকবারই এক আবেগ নিয়ে আপামর বাঙালির কাছে পরিবেশিত হয়। বছর যায় দিন যায় ২৩ জানুয়ারি আসে। কিন্তু হতভাগ্য বাঙালি তাদের প্রিয় মানুষ তথা দেশনায়ককে যোগ্য সম্মান দিতে পারে না। নানা মিথ্যা অপবাদে তাঁকে কলুষিত করে রেখেছে কিছু রাজনৈতিক মানুষ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা। সকলের কাছেই নেতাজির আদর্শকে পৌঁছে দেওয়ার কথা বড় বড় ভাষণে উঠে আসে। কিন্তু নেতাজিকে নিজের পরিবারের সদস্যের মতোন তাঁকে কলুষতা থেকে মুক্তি দিতে হাতে হাত ধরে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পথে কেউ হাঁটে না। উল্লেখ্য নিজের পরিবারের কোনও সদস্য কলুষিত হন তাহলে সেই পরিবার আইনত বা অন্যান্য পন্থাতেও নিজের পরিবারকে কলুষ মুক্ত করবার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু অবাক ব্যাপার নেতাজিকে যোগ্য সম্মান দিতে আমরা অপারগ। বহু দিন ধরেই বহু সংস্থা, বহু নেতাজি গবেষক ও বহু নেতাজি অনুরাগীরা কিছুটা হলেও সরব থাকেন বলে যথেষ্ঠ নোংরামি করতে বিরত থাকেন কুচক্রীরা। তেমনই বারবার এইসব সত্য ঘটনাকে আমরা পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরেছি মানুষের কাছে বহুদিন ধরে। সেই সুবাদেই বহুদিন ধরে মানুষের কাছে সত্য পৌঁছে গিয়েছে। ১২৬তম বর্ষে নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানাতে মানুষের কাছে সত্য তুলে ধরতে আবার কিছু জিনিস তুলে ধরা হচ্ছে এছাড়াও দুটি পাতা তাঁরই উদ্দেশ্যে সমর্পণ হয়েছে। তাঁর লেখা এবং তাঁকে নিয়ে লেখা এই সংখ্যায় বিদ্যমান। সব শেষে তাঁর কাছে একটাই প্রার্থনা। ''ক্ষমা করো সুভাষ''।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : করোনা যোদ্ধাদের প্রবল আপত্তি ও কলকাতা হাইকোর্ট

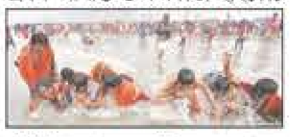

কমিটির কড়া নজরদারিতে গঙ্গাসাগরে সম্পন্ন হল দুহাজার বাইশের পৌষ সংক্রান্তির মকর স্নান। তেমন ভিড় না হলেও দেশি-বিদেশি মিলিয়ে পুণ্যার্থী কম ছিল না স্নানের সময়। দূরত্ববিধির বালাই ছিল না সাগরতীরে।

রবিবার : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের একটানা বাউন্সারে মানসিক

অশান্তিতে ভোগা বিরাট কোহলি সরে দাঁড়ালেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের সব ধরনের নেতৃত্ব থেকে। তাঁর দাবি এতে ক্ষতি হচ্ছিল ক্রিকেটের। নেতৃত্বের বিড়ম্বনা থেকে এক সময় সরে দাঁড়িয়েছিলেন শচীন তেন্ডুলকরও। বিরাটও এখন ভারমুক্ত।

সোমবার : প্রবাদপ্রতিম শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের তথা বর্তমান বাংলা

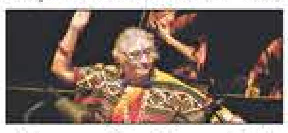

নাট্যমঞ্চের প্রতিভাময়ী কন্যা শাঁওলি মিত্র ৭৪ বছর বয়সে নিউমোনিয়ায় ভুগে চলে গেলেন পরলোকে। মঞ্চাভিনয়ে বিচ্ছুরিত শাঁওলির নিজের ইচ্ছানুযায়ী ফুলভারহীন শেষকৃত্য হল সাধারণের অগোচরে সিরিটি শ্মশানে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকে বাঙালি।

মঙ্গলবার: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দুটি পরীক্ষাই হবে স্কুলে

বসে আগের মতো। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ শিক্ষা সংসদ যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জানিয়েছে পরীক্ষা হবে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাস জুড়ে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক হোম সেন্টারে করা সম্ভব হলেও মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে অন্য স্কুলে গিয়ে।

বুধবার: চলে গেলেন বাঙালি

শৈশবের মনমাতানো বাঁটুল দ্য গ্রেট, হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টে কেল্টু দা, পিসেমশাই প্রভৃতি কমিক চরিত্রের অনন্য স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ। বিদেশী কমিকের রমরমার যুগে গরিব-বড়লোক আপামর বাঙালিকে কমিক দুনিয়ায় স্থান দিয়েছিলেন নারায়ণবাবু।

বৃহস্পতিবার : প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোভিড ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ

দিতে ঢিলেমি করছে একাধিক রাজ্য। তাই আর নির্দেশ দিয়ে কালক্ষেপ নয়, সরকারের ভরসায় না থেকে ক্ষতিপূরণ বন্টনের বিষয়টি তদারকি করার ভার নিজেরাই নিল সুপ্রীম কোর্ট। সরকারি ভরসায় আস্থা হারাচ্ছে জনগণ!

শুক্রবার: কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে দেশে করোনার অ্যাক্টিভ

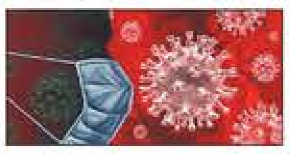

রোগীর সংখ্যার নিরিখে রাজ্যগুলির তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। দেশের ৭.৮৮ শতাংশ অ্যাক্টিভ করোনা রোগীর ঠিকানা বাংলা। মূলত কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দৌলতেই এই অবস্থান।

সবজান্তা খবরওয়ালা

অন্ধকারে পৈতৃক ভিটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বলতেও লজ্জা লাগে কোদালিয়া তথা আজকের সুভাষ গ্রামে নেতাজির পৈতৃক ভিটেতে নেতাজি যে ঘরে থাকতেন বা মূল প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে যে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে সেখানে আজ পর্যন্ত কোনও আলো নেই। অন্ধকারেই পড়ে আছে যথেচ্ছভাবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু ব্যক্তি বললেন পারিবারিক কোন্দল বা পারিবারিক সহমতির কারণে পৈতৃক ভিটেতে আলোর ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। শুধু তাই নয় অনেকেরই ইচ্ছা ওই বাড়িটিও দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবে উঠে আসুক একটি সংগ্রহশালা তৈরি হোক। কিন্তু পরিবার তা হতে দিচ্ছে না। তিনি রাগ উগরে দিয়ে বললেন, আমরা নেতাজিকে সম্মান দিতে চাইলেও পরিবারের লোকজনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে

হেরিটেজ এবং সংরক্ষণের কিছুটা করা গিয়েছে। কিন্তু অন্ধকারেই রয়ে গেছে নেতাজির স্মৃতি। বসু পরিবারের লোকেরা দুর্গা পুজোর সময় ঠাকুর দালানে যান এবং সেখান থেকেই চলে আসেন কলকাতায়। এক তুমুল রাজকীয় ব্যাপারস্যাপার। কিন্তু কারোরই ওই বাড়িটির প্রতি কোনও ভালোবাসা লক্ষ্য করা যায় না। আমরা যখন সেই বাড়িতে ঢুকি ফুল এবং মালা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে সেই বাড়ির কেয়ার টেকার আমাদের সিঁড়ির দরজা খুলে দিলেন বটে কিন্তু সেই অন্ধকার সিঁড়িতেই টর্চ মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে আমাদের ফুলের মালা সিঁড়িতেই রেখে আসতে হলো। এলাকাবাসী এবং নবীন প্রজন্ম দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই ঢুকে পড়ল সদর দরজা দিয়ে।

এরপর সাতের পাতায়

চরিত্র হনন বন্ধ হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র একটি বাংলা চিঠি মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে লিখেছিলেন বলে বসু পরিবারের এক অংশ দাবি করেন। কিন্তু সে চিঠি যে জাল তা ইতিমধ্যেই সকলের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই চিঠির যে আসল অস্তিত্ব কোথায় তা বসু পরিবারের জন্মের শংসাপত্রে বাবার নামের জায়গায় সুভাষচন্দ্র বসুর নাম নেই। উল্লেখ্য, শিশির বসুর একটা চিঠিতে যা মহাফেজখানা থেকে পাওয়া গিয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি সন্দিহান প্রকাশ করছেন এমিলি শেঙ্কেলের পরিচয় নিয়ে। তিনি লিখছেন কোনও মতেই এমিলিকে তাঁর কাকার সহধর্মিনি হিসাবে

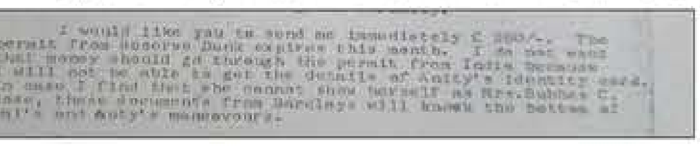

I would like you to send me immediately £ 300/-. The permit from Reserve Bank expires this month. I do not want that money should go through the permit from India because I will not be able to get the details of Anity's identity card. In case I find that she cannot show herself as Mrs.Subhas C. Bose, these documents from Barclays will knock the bottom of Ami's and Anity's manoeuvours.

কেউই জানেন না। সব থেকে মজার বিষয় শরৎ বসু বেঁচে থাকাকালীন এই চিঠি প্রকাশ পায়নি। কিভাবে হঠাৎ করে ডানা গজিয়ে কী করে বসু পরিবারের কাছে এলো তার সদুত্তর বসু পরিবার এখনও দিতে পারে নি। চিঠির বিভিন্ন বানান সংশোধন করে আবারও সেই জাল চিঠিকে অতি জাল করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গোপন নথিতে জানা যায় ভারত সরকারের কাছে নেতাজির কোনও বিদেশিনীকে বিবাহের তথ্য জানা নেই। যদিও ফাইল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে অ্যানিটার পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। এছাড়াও চাঞ্চল্যকর একটি কথা শিশির বসু তাঁর ভাই অমির উদ্দেশ্যে লিখেছেন যে, বেশি নাড়াঘাটা করলে হয়তো 'অমি'স অ্যান্ড আন্টি'স ম্যানিওভারস'। অ্যানিটা ব্রিজেট পাফ কীভাবে রাতারাতি 'অনিতা বসু' হতে পারে তা বসু পরিবারের জাদুকরদের জাদুর খেলা। তাই অবিলম্বে তাঁরই পরিবারের সদস্যরা যে ভুল করছে তার ক্ষমা হয় না। তবু আপামর বাঙালি ও ভারতবাসীর হয়ে আমরা নেতাজির কাছে ক্ষমা চাইছি।

মহানিষ্ক্রমণের ভুল তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে গাড়িটিকে দেখিয়ে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে এবং যে গল্পের ভিত্তিতে সারা কলকাতার রাস্তায় ফলক লাগানো হয়েছে তা যে কোনও মতেই সত্য নয় সেটা বাঙালি হিসাবে সত্যি লজ্জার বিষয়। শিখ সম্প্রদায়ের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ। তাঁদেরই তত্ত্বাবধানেই নিরুদ্দেশের পথিক হয়ে ভারত স্বাধীনের লক্ষ্যে কবিগুরুর সান্নিধ্য নিয়ে কাবুল-পেশোয়ার-কান্দাহার হয়ে দুর্গম পথের পথিক হয়ে তিনি দেশের কাণ্ডারী রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এই পথের যারা সত্যিকারের সঙ্গী ছিলেন তাঁরা আজ ইতিহাসে ব্রাত্য শুধুমাত্র কিছু মুনাফা লোভীদের জন্য। তিনি যে ভবানীপুরের এক বাড়ি ছুঁয়ে গিয়েছিলেন তার প্রমাণও আছে। তাঁর যে সঙ্গী তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিলেন সেই সঙ্গীর বাড়ি থেকে গোপন ডায়েরিও হাতে এসেছে। কবিগুরুর সান্নিধ্য নিয়ে যে রাতে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে যে দেখেছিলেন সেই রাতের ঘটনা বলে গিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে যে ঘটনা ঘটেছিল এবং পরিবারের সদস্যদের একাংশ সেই নিয়ে গর্ব করেন কারণ একমাত্র সঙ্গী নাকি তারাই ছিলেন। একটু বলে রাখা দরকার ১৯৪১-এ যে ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনার গল্প দেশ স্বাধীন হওয়ার বহু বছর পর সকলকে বলা হয়েছে।

এরপর সাতের পাতায়

নেত্রকোণায় নেতাজীর স্মৃতি অসংরক্ষিত

সুমিত্র সুজন : আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আপোষহীন সংগ্রাম ও দেশপ্রেমের ললিতবাণী কেবল আজকের ভারতেই নয়, খণ্ডিত ভারতের আজকের স্বাধীন বাংলাদেশেও উচ্চকিত হচ্ছে। তাঁর আদর্শকে বহন করে তরুণদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে 'নেতাজী জনচেতনা যাত্রা'। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা খুঁজে ফিরছি, 'অধুনা বঙ্গ' প্রদেশে নেতাজীর স্মৃতি কোথায় কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি, আজকের বাংলাদেশের কত নিভৃত জনপদেই না তিনি তাঁর পূণ্য পদস্পর্শ দিয়েছেন কৃপা করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহানায়ক সুবৃহৎ ভারতবর্ষের এহেন অঞ্চল নেই যে তিনি সেখানে যাননি!

নেতাজী গণমানুষের কাছে মুক্তির চেতনাকে উজ্জীবিত করতে পৌঁছেছিলেন বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্যতম জনপদ আজকের নেত্রকোণা জেলার কথা। আমরা তথ্যানুসন্ধানে জানতে পারছি, তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের বড় শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা কিংবা বরিশালেই শুধু তিনি আসেননি-পাহাড় আর জলাভূমি ঘেরা নেত্রকোণাতেও তিনি এনেছিলেন।

ঐতিহাসিক বিভিন্ন গ্রন্থ, খ্যাতিমান ব্যক্তিদের আত্মজীবনী এবং প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে নেতাজীর নেত্রকোণা সফরের তথ্যটি নিশ্চিত হওয়া গেছে। তথ্যমতে, ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ ফরওয়ার্ড ব্লকের এক কৃষক সম্মেলনে যোগ দিতে নেত্রকোণায় এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজীর নেত্রকোণা সফরে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মানবেন্দ্র নাথ রায়, তিনি এম এন রায় নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। নেত্রকোণার প্রাক্তন সাবেক সংসদ সদস্য ছবি বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, ১৯৩৯ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের নেত্রকোণায় আসেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সভা করার জন্য। তখন আব্দুল মজিদ এমপি (তারামিয়া), যতীশ জোয়ার্দার সহ অনেকেই ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে দিচ্ছিলেন। এই সভাটা হয়েছিল নেত্রকোণা শহরের বালক সাহার গুদামে। সেখানে কলকাতার মেয়র এবং পরবর্তীতে বেঙ্গল গভমেন্টের অর্থমন্ত্রী আমাদের কেন্দুয়ার কৃতি সন্তান নলিনী রঞ্জন সরকারও উপস্থিত ছিলেন।'

নেতাজীর ভারত মুক্তির অভিযানে নেত্রকোণার বহু তরুণের অংশগ্রহণের তথ্য জানিয়ে প্রাক্তন এই সংসদ সদস্য আরও বলেন, নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজে আমাদের নেত্রকোণা থেকে অনেকেই যোগদান করেছিলেন

সৈনিক হিসেবে। তাদের নামগুলো ঠিক মনে পড়ছে না। এমনকি নেতাজীর রাজনৈতিক দর্শনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেশ প্রভাবিত ছিলেন।

নেত্রকোণায় নেতাজীর আসা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, নেত্রকোণার সভাপতি নির্মল কুমার দাশ বলেন, তখন যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ট্রেন। তিনি (নেতাজী) ট্রেনযোগে নেত্রকোণা আসেন এবং ব। স্টেশনে নামেন।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ননী গোপাল সরকার বলেন, আমি আমার বাবার মুখে শুনেছিলাম, সেইদিন বাবা কাকতালীয়ভাবে কি একটা কাজে নেত্রকোণা আসেন। তখন ওঁনার বয়স ছিল পনের। তিনি দেখেছিলেন, বেঙ্গল গভমেন্টের অর্থমন্ত্রী নলিনী রঞ্জন সরকার একটি রিক্সা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই রিক্সায় বসা ছিলেন স্বয়ং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং এম এন রায়। ভিড় ছিল উপচে পড়া। নেতাজী হাত নেড়ে সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছিলেন।

একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়দার জাহান চৌধুরী বলেন, আমি তখন কলকাতায় ছিলাম বাবার কর্মক্ষেত্রের জন্য। তবে নেত্রকোণায় বাবা প্রায়ই আসতেন। বাবার কাছে শুনেছি নেতাজী সুভাষ বসু নেত্রকোণায় ফরওয়ার্ড ব্লকের সভা করার জন্য আসেন। সভার স্থানটি ছিল বালক সাহার গুদাম। হায়দার জাহান চৌধুরীর পিতা একুশে পদকপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক প্রয়াত খালেকদাদ চৌধুরী, যিনি ছিলেন নবযুগ পত্রিকার সহ-সম্পাদক, এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

হায়দার জাহান চৌধুরী বলেন, ওই সভায় (নেতাজীর যোগদানকৃত সভায়) আবদুল মজিদ এমপি (তারামিয়া), যোগেন্দ্র তালুকদার, জগদীশ দত্ত, মৌলভী আবদুল হান্নান, শহীদ মিয়া (বালী গ্রামের), আব্বাস খান (বর্তমান নেত্রকোণা পুরসভার মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম খানের পিতা), মিরাজ মিয়া (মেদিনী), নকুল সিংহ (উকিলপাড়া), সুধীর মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভার স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।' এখানে উল্লেখ্য, জগদীশ দত্ত, আব্দুল মজিদ এমপি (তারামিয়া), সুধীর মজুমদার নেতাজী প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য ছিলেন।

এরপর সাতের পাতায়

দূর্বিপাক মানচিত্রে হতে পারে দুর্যোগ

কুনাল মালিক : কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর যে 'হ্যাজার্ড অ্যাটলাস' বা দুর্বিপাক মানচিত্র প্রকাশ করেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আবারও ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টির সম্ভবনা আছে। ইদানিং চোখে পড়ছে নদী উপকূলবর্তী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ছে। ২০০৯ সালে 'আয়লা' তছনছ করে দিয়েছিল সুন্দরবন সহ জেলার বৃহত্তর অংশকে। ২০১৯ সালে বুলবুল, ২০২০ সালে আম্ফান ২০২১ সালে যশের তাণ্ডব দেখেছে এই জেলা। চাষবাসের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ভেঙে পড়েছিল গাছ, বাড়ি, বিদ্যুতের খুঁটি। আবারও আশংকা করা হচ্ছে এই বছর এই জেলায় ঘূর্ণিঝড়সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছড়ে পড়তে পাবে। ১২ ফুট পর্যন্ত হতে পারে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। যেমন সম্প্রতি আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, আবারও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার মুখে এই জেলা। শনিবার থেকে আবহাওয়া বদলে গিয়ে নামতে পারে বৃষ্টি। যাইহোক, কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাষ যদি মিলে যায় তাহলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর আগাম ব্যবস্থা নিতে কি কর্মসূচি দিচ্ছে, তা জানার জন্য যোগাযোগ করেছিলাম জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক বামাপদ কুণ্ডুর সঙ্গে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, দেখুন ওই দুর্বিপাক মানচিত্র ১৯০১ সাল থেকে পর্যালোচনা করে তৈরি করা হয়েছে। আমরা আগে থেকেই এটা জানতাম। তাই ২০০৯ সালের আয়লার পর কাকদ্বীপ, ক্যানিং, বারুইপুর, ডায়মণ্ড হারবার সাব ডিভিশনে আমরা ১১৫টি সাইক্লোন সেন্টার করেছি। ওখানে দুর্গত মানুষদের রাখা হয়। তাদের খাদ্য ওষুধ সহ অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হয়। এছাড়াও আরও ১৫টি সেন্টার করা হবে। সিভিল ডিফেন্সের ২০০০ স্বেচ্ছাসেবক সহ ২০০ জন বিশেষ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক আছেন। তাদের কাছে অত্যাধুনিক গাছ কাটার যন্ত্র, বিশেষ লাইট আছে। আরও ২০০ জন ছেলেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আমরা যে কোনও দুর্যোগের জন্য প্রস্তুত।

আর্সেনিকের কবলে বিভিন্ন ব্লক

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় মোট পঞ্চায়েত সমিতি বা ব্লক সংস্থা ২২টি। এই সব কটি ব্লকের ভূগর্ভস্থ পানীয় জল বর্তমানে ভয়াবহ আর্সেনিক বিষক্রিয়ার শিকার। নিজেদের অজান্তে মানুষ এই বিষাক্ত জল পান করে ধীরে ধীরে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস তার প্রতিক্রিয়ায় যে তথ্য জানালেন, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, 'বহুদিন আগে ডা. বি এন গুহ মজুমদারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এটা প্রমাণ করেছিল। ভারতীয় আবহাওয়া অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত যে পরিমাণ আর্সেনিক পানীয় জলে থাকলে ভারতীয়রা পান করতে পারেন, তার থেকে বহু পরিমাণ উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক যুক্ত জল এইসব অঞ্চলে মানুষ পান করছে। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আর্সেনিক প্রবণ যে সমস্ত ব্লক, সেগুলি হল, দেগঙ্গা, গাইঘাটা, হাবড়া-২, বসিরহাট-১, বসিরহাট-২ ও বাদুড়িয়া। এই ব্লকগুলি এক কথায় ভয়াবহ। এবং এই ব্লকগুলির সর্বত্রই আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে এই জেলায় আর্সেনিক আক্রান্ত প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ। তার মধ্যে মারাত্মক অবস্থা প্রায় এক হাজার দুই শতাধিক মানুষের। ইতিমধ্যে এই জেলায় আর্সেনিকে মৃত্যু হয়েছে প্রায় সাড়ে সাতশো মানুষের। যার মধ্যে শুধু গাইঘাটা ব্লকেই মারা গিয়েছে প্রায় ১২৫ জন। জলের মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন মানুষের শরীরে যে স্লো-পয়জন হচ্ছে, এই

বিষয়টা প্রথম দিকে অজানাই ছিল। ১৯৮৩ সালে ট্রপিক্যালের বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা বিভাগীয় প্রধান ডা. কে সি সাহা দেখলেন যে তার কাছে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীরা আসছেন, যারা উত্তর চব্বিশ পরগা জেলার বাসিন্দা। তখন তিনি বিষয়টা নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেন, যে এই রোগীরা যে সব টিউবওয়েলের জল পান করছেন, তার মধ্যে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক আছে। এর থেকে আর্সেনিকের উৎসটা বোঝা গেল। অনুসন্ধানে এও বোঝা গেল, উত্তর চব্বিশ পরগনায় জলের দ্বিতীয় স্তরটা আর্সেনিক প্রবণ। প্রথম স্তরে আর্সেনিকের এই প্রবণতা নেই। প্রথম স্তরটা সাধারণত শূন্য থেকে ৭৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই স্তরের জলটা সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের জল। ফলে এটা পানীয় জল হিসেবে ব্যবহৃত হয়না। কেননা এই জলটা খাল, বিল, পুকুর, বাঁওড় ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়। পঁচাত্তর থেকে সাত-আটশো ফুটের যে জলস্তর সেটিই দ্বিতীয় স্তর। এই স্তরের জলই মানুষ পানীয় হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের নামে যথেষ্ট পরিমাণে এই জল তোলার ফলে এই স্তর আর্সেনিক প্রবণ হয়ে পড়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

চলছে ব্যাপক কোভিড টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি ব্লক এবং পুরসভায় এখন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে ব্যাপক কোভিড টেস্ট চলছে। সেই সঙ্গে 'ডক্টরস অন হুইল' কর্মসূচির মাধ্যমে কোভিড আক্রান্ত মানুষরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। রাজ্যের সর্বত্র সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর এই কোভিড প্রতিরোধে বিশেষ মডেল নিয়ে আলোচনাও চলছে। গত ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্মদিনে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে ৫০ হাজার কোভিড টেস্ট হয়। কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের হোম আইসোলেশনে পাঠানো হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী বলেন, এখন ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি ব্লকে ১৫০০ এবং ওয়ার্ডে ৭৫০ জনের কোভিড টেস্টের টার্গেট দিয়েছেন মাননীয় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। প্রতিটি এলাকাতেই সেফ হোম করা হয়েছে। কোভিড টেস্টের ফলে আক্রান্ত মানুষদের চিহ্নিত করে চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের

প্রতিটি বাজার এখন সপ্তাহে দুদিন করে বন্ধ রাখা হচ্ছে। মাস্ক পরার ব্যাপারেও জনগণকে পুলিশ প্রশাসন সতর্ক করছেন। বিনা মাস্কের নিত্যযাত্রীদের পুলিশ আটক করছেন। প্রসঙ্গত, আগের থেকে মানুষ এখন বেশি সচেতন হয়েছে মাস্ক পরার ব্যাপারে। বজবজ, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর সর্বত্রই চোখে পড়ছে কোভিড টেস্টের ছবি। অনেকেই সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি বুচান ব্যানার্জী জানালেন, সকলে ডবল মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। করোনার তৃতীয় ঢেউকে আমরা পরাস্ত করবই।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 13, 22 January - 28 January 2022

শেয়ারের সাপলুডো চলছে সর্পিল গতিতে

পার্থসারথি গুহ

গত সপ্তাহে ভারতীয় শেয়ার বাজার আরও একবার গুরুত্বপূর্ণ সীমানার কাছে এসেছিল। আগের উচ্চতার একেবারে কাছে চলে এসেছিল নিফটি ও সেনসেক্স। সেনসেক্স ৬১ হাজারের ওপর গিয়ে সর্বকালীন রেকর্ড কায়েম করতে চাইছিল। আর নিফটি ফের ১৮ হাজারের গাঁট পেরিয়েছিল। তবে সেনসেক্সের মতো নিফটি তার সর্বোচ্চ উচ্চতাকে ছুঁতে পারেনি। উল্লেখ, গত মাসে ভারতীয় নিফটি ১৮,৬০০-র যে রেকর্ড গড়েছিল এখনও তা অক্ষত। তবে এই তেজির বাজারে সেটা ভেঙে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে নিফটি চলে যেতেই পারে ১৯ হাজারের কাছে। সেনসেক্স বাবুও ৬২ হাজার ছাপিয়ে আরও নতুন দিগন্ত স্পর্শ করতে পারে। এই নতুন রেকর্ড বা উত্থানের আবহ তৈরি হল এমন একটা সময় যখন আবার দেশ জুড়ে সমস্যার সিরিজ শুরু হয়েছে। যার কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই করোনারূপী ওমিক্রন। সামনে আসছে জগাখিচুরি সরকারের হরেকরকম মডেল। এমতাবস্থায় সূচকের এই ঘুরে দাঁড়ানো নিঃসন্দেহে নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছে লগ্নিকারীদের। নিফটি-সেনসেক্স যেন বলতে চাইছে, দেশের সংসদীয় নির্বাচন এখন ঢের দেরি। তার আগে বাজারের মজা লুটে তো নিই। তার আগে ছোট্ট একটা কারেকশনের পালা চলছে যেন।

যদিও শেয়ার বাজারে এই শক্তিশালী অবস্থা সৃষ্টির পিছনে অনেকে কারণ হিসেবে খাড়া করছেন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম পড়ে যাওয়া ও ডলারের অনুপাতে টাকার শক্তি বাড়াকে। এই দুটি বিষয় গত কয়েক মাস ধরে বেজায় চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল শেয়ার বাজারকে। সেখানে থেকে আপাত স্বস্তি মেলা হয়তো এই রিলিফ র‍্যালি এনে দিয়েছে বাজারে। ক্রমশ উত্থানের মধ্যে দিয়ে তার এই ইউ-টার্ন নিশ্চিতভাবে বিস্ময়কর। তাছাড়া বাজার বাড়লেও লগ্নিকারীদের সাধের মিডক্যাপ এখনও সেই কারেকশনের তিমিরেই থেকে গিয়েছে। মিডক্যাপের হাত ধরে ভারতীয় অর্থবাজারও বিগত ৩-৪ মাসে একটা সংশোধনী সম্পন্ন করেছে। যার পার্ট-২

খুব সম্ভবত আরও একবার শুরু হয়েছে। প্রথমবার সাড়ে ১৬ হাজারকে বুড়িছোঁয়া দিয়ে নিফটি মহারাজ ফের আগের উচ্চতা ১৮ হাজারের দিকে দৌড় মেরেছিল। মাত্র কদিন আগেই এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। তারপর আবার হড়কানো শুরু করেছিল সূচকজোর। আর এই সময়কালে মিডক্যাপ কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। এখন দেখার টাইম ফ্রেম কারেকশনে প্রবেশ করল কি না মিডক্যাপ। সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আরও অনেক দুঃখ কপালে নাচবে সাধারণ লগ্নিকারীদের। এই সাধারণ লগ্নিকারীদের কথা এই জন্য বারংবার উল্লেখ করা হচ্ছে যে মিডক্যাপভুক্ত শেয়ার দিয়েই এদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট মূলত ঠাসা থাকে। যাঁরা পোড়খাওয়া লগ্নিকারী তাঁদের ডিপিতে সবসময় একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। যার মধ্যে মিডক্যাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঠাঁই করে নেয় লার্জ ক্যাপ বা ফ্রন্ট লাইনাররাও। এছাড়াও যে সেক্টর তাৎক্ষণিকভাবে চলতে আরম্ভ করে সেসব সেক্টরের শেয়ারেও এদের লগ্নি থাকে। ফলে এদের সহজে ঘায়েল করা যায় না। সেজন্যই বিশেষজ্ঞরা সাধারণ লগ্নিকারীদের একবগ্গা ট্রেডিং থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেন। কিন্তু সে কথা কানে নিলে তো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই মিডক্যাপ কেনার দিকেই আগ্রহ গড়ে ওঠে। যার পরিনাম যে মোটেই ভালো নয় তা হাড়ে হাড়ে মালুম পান লগ্নিকারীরা।

কিছুদিন আগে মনে হচ্ছিল কারেকশনের দ্বিতীয় পর্ব দেখতে হবে। লগ্নিকারীরা ভাবছিলেন যেন আরও বেশ খানিকটা পড়া বাকি রয়ে গেছে। এর মধ্যেই পাশা পালটে গেল। ফের বেয়ারদের যাবতীয় প্রতিরোধ তুড়ি মেরে উড়িয়ে ভারতের শেয়ার বাজার উর্দ্ধগামী হতে শুরু করেছে। এত তাড়াতাড়ি সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে এতটা আশা বোধহয় কেউই করেন নি। সেদিক থেকে বাজার নিশ্চিতভাবে সবাইকে চমকে দিয়েছে। তাও কতদিন এই উত্থান বজায় থাকে সেটাও কিন্তু নজরে রয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও ২০১৮-র প্রথম থেকে বাজারের বুল রান ধরে রাখা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। কারেকশনের ভরপুর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তাঁরা। ভারতের অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান। এই মতের শরিক হয়েছিলেন বড় মাপের ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞরাও। বিশেষ করে অনেকটা বাড়ার পর অত্যন্ত স্বাভাবিক কারেকশনের পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন তাঁরা। বস্তুত সেই কারেকশন পর্ব বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই ফের শুরু হয়েছে উত্থান পর্ব। হয়তো কিছুদিন তা জারি থাকলেও থাকতে পারে।

কৃষক এবং রেল একইভাবে লাভবান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের ঘটনা, সেই প্রথম কিষাণ রেল ২১৬ টন পেঁয়াজ নিয়ে রাজস্থানের আলোয়ার থেকে আসামের ভেটাপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। আলোয়ার থেকে ভেটাপাড়া পর্যন্ত ২২০ টন পেঁয়াজ নিয়ে যেতে খরচ হয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। কিন্তু কিষাণ রেল যোজনার মাধ্যমে ৫০% ভর্তুকি দেওয়ার কারণে, কৃষকদের জন্য মাত্র ৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছিল। আলোয়ারে, কৃষকরা প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম পেয়েছিলেন ২০ টাকা পর্যন্ত, অন্যদিকে আসামে; তারা প্রতি কেজি ২৬ টাকার বেশি পেয়েছেন। কৃষকরা যাতে দূরবর্তী, বৃহৎ এবং আরও লাভজনক বাজারে প্রবেশ করতে পারেন এবং সেই লক্ষ্যে বিশাল রেল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে সক্ষম হন, তার জন্য ২০২০ সালে কিষান রেল চালু করা হয়েছিল। এটি কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিপূরক ছিল। ২০২০

সালের ৭আগস্ট এটি চালু হওয়ার পর থেকে, পচনশীল সবজি এবং খাদ্যসামগ্রী নিয়ে সারা দেশে ১৬৪২ বার যাত্রা করেছে। রেলওয়ে এর থেকে প্রায় ২২০কোটি টাকা আয় করেছে। লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন এই তথ্য প্রদান করে, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, শাকসবজি, ফল এবং অন্যান্য পচনশীল পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্য সার্কিটগুলি কৃষক এবং কৃষক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত চাহিদার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সবজি ও ফলের মতো পচনশীল পণ্যের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধার ব্যবহার করা হচ্ছে।

মনিপুরে হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতার পর ভারতের অনেক রাজ্য, বিশেষ করে উত্তর—পূর্বের রাজ্যগুলি উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছিল। রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চল এবং ভূমিকম্পের জন্য এই অঞ্চলকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করতে একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো প্রয়োজন। বিকাশের ক্ষেত্রে ২০১৪ সাল থেকে এই রাজ্যগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। এর কারণ হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি, তিনি উত্তর—পূর্বকে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার চালিকা শক্তি বলে মনে করেন। মণিপুরে বিশ্বের সর্বোচ্চ সেতুর নির্মাণ উত্তর—পূর্ব ভারতে পরিকাঠামো

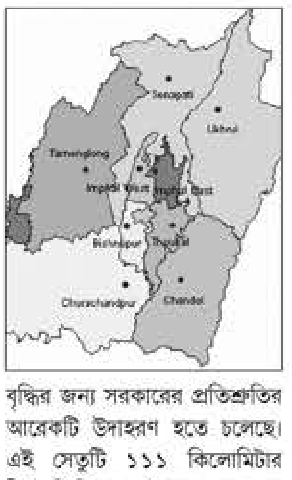

বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির আরেকটি উদাহরণ হতে চলেছে। এই সেতুটি ১১১ কিলোমিটার দীর্ঘ জিরিবাম—ইম্ফল রেলওয়ে প্রকল্পের একটি অংশ। এর লক্ষ্য হল মণিপুরের রাজধানীকে দেশের ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা। সেতুটিকে ভূমিকম্প প্রতিরোধী করা হচ্ছে। এটি রিখটার স্কেলে ৮.৫ মাত্রার ভূমিকম্প সহ্য করতে পারবে। প্রকল্পটি শেষ হলে ১১১কিলোমিটার দূরত্ব মাত্র আড়াইঘন্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে, জিরিবাম—ইম্ফলের (এনএইচ—৩৭)মধ্যে দূরত্ব ২২০কিমি, এই রাস্তা যেতে সময় লাগে প্রায় ১০—১২ঘন্টা। নির্মাণের পর ননি উপত্যকা অতিক্রমকারী সেতুটি হয়ে উঠবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পিয়ার ব্রিজ। ২০২৩সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সেতুটির নির্মাণকার্য শেষ হবে।

বিশ্ব বাজারে স্বমহিমায় হাজির খাদি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব বাজারে স্বমহিমায় হাজির খাদি, মার্কিন ফ্যাশন ব্র্যান্ড 'প্যাটাগোনিয়া' পোশাকের জন্য খাদি ডেনিম বেছে নিয়েছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড হিসাবেভারতের খাদি বিশ্বজুড়ে মানুষের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই ভারতের খাদি কীভাবে মেক্সিকোয় 'ওহাকা খাদি' ব্র্যান্ডে পরিণত হয়ে উঠেছে তার কথা বলেছিলেন। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাটাগোনিয়া, এখন ডেনিম পোশাক তৈরির জন্য হস্তশিল্পের খাদি ডেনিম ফ্যাব্রিক ব্যবহার করছে। ভারতের শীর্ষস্থানীয়

টেক্সটাইল সংস্থা অরবিন্দ মিলের মাধ্যমে প্যাটাগোনিয়া গুজরাট থেকে ১.০৮কোটি টাকার প্রায় ৩০,০০০মিটার খাদি ডেনিম ফ্যাব্রিক কিনেছে।খাদি ডেনিম কেনার ফলে খাদি কারিগরদের জন্য অতিরিক্ত ১.০৮ লক্ষ 'ম্যান—আওয়ার' কাজ করতে হয়েছে। ২০১৭ সালের জুলাই মাসেখাদি এবং গ্রামীণ শিল্প কমিশন সারা বিশ্বে খাদি ডেনিম পণ্যের ব্যবসা করার জন্য অরবিন্দ মিলস লিমিটেড, আহমেদাবাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে।

পরিচ্ছন্নতা পর্যটনকে একটি নতুন জীবন দান করে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মনে করে দেখুন ২০১৪ সালের আগেআমাদের শহরগুলির পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কেবল নেতিবাচক কথাবার্তা শোনা গিয়েছিল। বড় শহরগুলির জীবনের স্বাভাবিক অংশ হয়ে উঠেছিল অপরিচ্ছন্নতা-আবর্জনা। পরিচ্ছন্নতার প্রতি উদাসীনতা কেবল শহরগুলির সৌন্দর্য এবং দর্শনার্থীদের উপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তা নয় বরং এর ফলে শহরের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের উপর সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। এই দৃশ্যপট পরিবর্তন করার জন্য দেশে স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং আমরুতমিশনের অধীনে একটি বিশাল অভিযান শুরু করা হয়েছিল। কয়েক বছর ধরে, শহরগুলিতে ৬০লক্ষেরও বেশি ব্যক্তিগত শৌচাগার এবং ছয়লক্ষেরও বেশি কমিউনিটি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ৭ বছর আগে পর্যন্ত যেখানে মাত্র ১৮ শতাংশ বর্জ্য ফেলা যেত, আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ শতাংশে। এখন স্বচ্ছ ভারত অভিযান ২.০-এর অধীনে, শহরগুলির আবর্জনার পাহাড় অপসারণে একটি অভিযানও শুরু হয়েছে। এলইডিআলো শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সরকার প্রচারাভিযানের আওতায় দেশে ৯০ লক্ষের বেশি পুরনো রাস্তার আলোয় এলইডি আলো লাগিয়েছে। স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে আমাদের দেশটি 'সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ, সকলের বিশ্বাস'-এর সঙ্গে'সকলের প্রয়াস'-এর ডাক দিয়েছে। পরিচ্ছন্নতার জন্য, প্রত্যেকের অবদানের এই চেতনা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছন্নতা সুখ এবং পর্যটনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, নরেন্দ্র মোদী পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ জোর দিয়ে অগ্রগতির জন্য পর্যটন স্থলগুলির বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নির্মল গুজরাট অভিযান যখন গণআন্দোলনে পরিণত হয়, তখন রাজ্যে পর্যটনের প্রসারও হয়।

উত্তরের জানালা

রেল দুর্ঘটনার সর্বনাশে পৌষ মাস আশেপাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ময়নাগুড়ির দক্ষিণ মৌয়ামারী দোমহনি এলাকার ট্রেন দুর্ঘটনাগ্রস্থ এলাকায়, সোমবার উপচে পড়লো লোকজনদের ভিড়। ভিড়ের সুযোগে রেল লাইন সংলগ্ন এলাকায় রকমারি খাবারের দোকান নিয়ে হাজির হলো ব্যবসায়ীরা। সোমবার জলপাইগুড়ি, মালবাজার সহ ময়নাগুড়ির বিভিন্ন এলাকা থেকে পরিবার সহ দুর্ঘটনাগ্রস্থ রেল দেখতে উৎসাহী লোকজনদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা গেলো। খাবারের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ভালো হল। অনেকেই বললেন, দুর্ঘটনাগ্রস্থ এলাকা যেন পর্যটন কেন্দ্রের রূপ ধারণ করেছে। অনেকেই আবার বললেন, কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। দেখলে মনে হবে যেন কোন পর্যটন কেন্দ্র। বাচ্চাদের নিয়ে, বাড়ির বয়স্ক বাবা, মা ও স্ত্রীকে নিয়ে রবিবার ছুটির আমেজ কাটাতে প্রচুর সংখ্যক লোকজন এলো দক্ষিণ মৌয়ামারী গ্রামে। তবে কোনও পিকনিক করতে নয়। তারা এসেছেন দুর্ঘটনাগ্রস্থ রেল দেখতে। কেউ এসেছেন নিজের গাড়ি নিয়ে কেউ বা গাড়ি ভাড়া নিয়ে এসেছেন ঘটনাস্থলে। অনেকেই আবার এসেছেন টোটো রিজার্ভ করে। প্রচুর মানুষের ভিড়ে যদি ভালো ব্যবসা করা যায়, সেই সুযোগের সদ ব্যবহারে হাজির এলাকার লোকজন সহ ময়নাগুড়ির বিভিন্ন এলাকার বেশ কিছু ব্যবসায়ীরা। বেলুনের দোকান থেকে শুরু করে ফুচকার দোকান, রুটি সব্জির দোকান, আইসক্রিমের দোকান, চায়ের দোকান নিয়ে হাজির অনেকেই। তারা জানিয়েছে, ব্যবসা সারাদিন ভালোই হয়েছে। বাইরে থেকে আসা লোকজনেরা বলেন, একদিকে ঘোরাও হলো অপর দিকে খাওয়া দাওয়াও হল। জলপাইগুড়ি থেকে আসা সমীর ঘোষ, ডালিয়া ঘোষ বলেন, আমাদের সমগ্র পরিবার এসেছি দুর্ঘটনাগ্রস্থ ট্রেন দেখতে। একটু ভয় লাগছে ঠিকই তবে, এত বড় ট্রেন দুর্ঘটনাতো আগে দেখি নি। সেটাই দেখতে এসেছি। বাড়ির সকলে মিলে ফুচকা খেয়েছি। আশীষ রায়, বিদ্যুৎ দাস বলেন, আমরা জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি। এই ট্রেন দেখতে এসেছি। এমন দৃশ্য আগে দেখি নি। মালবাজারের বাসিন্দা মুস্তফা প্রধান বলেন, আমার স্ত্রী, ছেলেকে নিয়ে এসেছি। এখানে অনেক লোকের ভিড়ে গ্রামের পরিবেশ পালটে গিয়েছে। খাবারের দোকান থেকে খাবার খেয়েছি। দুর্ঘটনা কোনও মতেই কাম্য নয়। তবে এক অন্য অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে রইলাম। এলাকার বাসিন্দা কমল চন্দ্র রায় বলেন, আমি রুটি,সব্জির দোকান নিয়ে বসেছি। পুলিস থেকে শুরু করে রেল লাইনের কাজে থাকা লোকজন আসছে খেয়ে যাচ্ছে। বাইরের লোকেরাও আসছে সকাল থেকে। তারাও দোকানে এসে রুটি খাচ্ছে চা খাচ্ছে। আমাদেরও ব্যবসা চলছে। ময়নাগুড়ি শহরের হাসপাতাল পাড়ার বাসিন্দা রতন সরকার বলেন,আমি আইসক্রিম, বেলুন বিক্রয় করছি। ময়নাগুড়ি শহরের বিভিন্ন স্কুলের সামনে দোকান করতাম। লক ডাউনে সব বন্ধ। রোজগার তেমন ভাবে নেই। এখানে এসে দুটি পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছি। তবে আমরাও চাইছি এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ জানুয়ারি – ২৮ জানুয়ারি ২০২২

মেষ রাশি ঃ এ সপ্তাহে ধনাগম হলেও অকারণে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। কর্মে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। সাবধানে রাস্তায় চলাফেরার প্রয়োজন। সন্তানের কর্মে উন্নতি। পেট ও বাতের সমস্যা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সম্ভাবনা।

প্রতিকার ঃ শনিদেবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি ঃ আর্থিক উন্নতির যোগ। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় অমনোযোগী। উচ্চশিক্ষায় বাধা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। ব্যবসায় মন্দা। শিল্পীদের শুভ। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা। পেট ও মূত্র সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে।

প্রতিকার ঃ দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

মিথুন রাশি ঃ এই রাশির কর্মে সাফল্য। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। পড়াশোনায় অমনোযোগী ও ভ্রাতৃস্থানীয় যারা তাদের সাবধানে চলাফেরা করা প্রয়োজন। উদর-পীড়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার ঃ শনিদেবের পুজো করুন।

কর্কট রাশি ঃ চাকরী থাকবে, কিন্তু অর্থাগমের ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তি আসবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসার ক্ষেত্রে মনোমালিন্য। উচ্চশিক্ষায় শুভ।

প্রতিকার ঃ বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণদের অন্নদান করুন।

সিংহরাশি ঃ চাকরীক্ষেত্রে বাধা থাকবে। পারিবারিক অশান্তি। সন্তানের ক্ষেত্রে শুভ। ব্যবসায় সফলতায় বাধা। শিক্ষায় অমনোযোগী ও উচ্চশিক্ষায় বাধা। সংক্রামক রোগ থেকে সাবধান। দুর ভ্রমণ বাতিল।

প্রতিকার ঃ প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং ভৌময় নমঃ' জপ করুন।

কন্যা রাশি ঃ কর্মে ও ব্যবসায় সাফল্য। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক উপার্জন। গবেষণায় সাফল্য। সাহিত্যিকদের শুভ। পায়ে এবং উরুতে সমস্যা। স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রতিকার ঃ বৃহস্পতিবার নির্ধন লোকেদের সাহায্য করুন।

তুলা রাশি ঃ ধনাগম হলেও অপব্যয় হবে এবং মানসিক অস্থিরতা বাড়বে। ব্যবসায় বাধা, প্রসার ব্যাহত হবে। শিল্পীদের পক্ষে শুভ। বিদ্যা লাভ, উচ্চশিক্ষা, গবেষণায় সাফল্য। সন্তান সুখ। গুরুজনদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রতিকার ঃ মা লক্ষ্মীর পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি ঃ শিল্পী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সরকারী কর্মীদের শুভ। দম্পতিদের মনোমালিন্যের সম্ভাবনা। সন্তান সুখে বাধা। চাকরী ও ব্যবসায় সমস্যার সৃষ্টি হবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য পাবে। স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা।

প্রতিকার ঃ প্রতিদিন ১১ বার 'ওং কেতবে নমঃ' জপ করুন।

ধনু রাশি ঃ ধনাগমে শুভ। কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য এলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। নিজের আচরণে ঝামেলায় পড়তে পারেন। পেটব্যথা ও সংক্রামক রোগ থেকে সাবধান। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। ভ্রমণের অভিলাষ।

প্রতিকার ঃ প্রতিদিন ৬ বার 'ওং ভাস্করায় নমঃ' জপ করুন।

মকর রাশি ঃ আর্থিক দিক দিয়ে সাফল্য। লটারী প্রাপ্তির সম্ভাবনা। মুদ্রণে সাফল্য। পায়ের সমস্যা, নার্ভের সমস্যা, ফুসফুসের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা। ধর্মকর্ম করায় আগ্রহ।

প্রতিকার ঃ ধন্বন্তরীর পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি ঃ কর্মে বাধা। ব্যবসায়িক সাফল্য হলেও অর্থকড়ি আটকে থাকবে। দাম্পত্য শুভ। চাকরীতে সতর্কতার প্রয়োজন। সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগীতা। ফুসফুস, হৃদপিন্ড ও উচ্চরক্তচাপের সমস্যা।

প্রতিকার ঃ বিষ্ণু সহস্রনাম জপ করুন।

মীন রাশি ঃ চাকরী, ব্যবসা ও কর্মে সাফল্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবে না। ভাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য, মান-সম্মান-জনপ্রিয়তা বাড়বে। ধর্মে আগ্রহ বাড়বে। স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা।

প্রতিকার ঃ প্রতিদিন ১০৮ বার 'ওঁ নম শিবায়' জপ করুন।

শব্দবার্তা ১৮৩

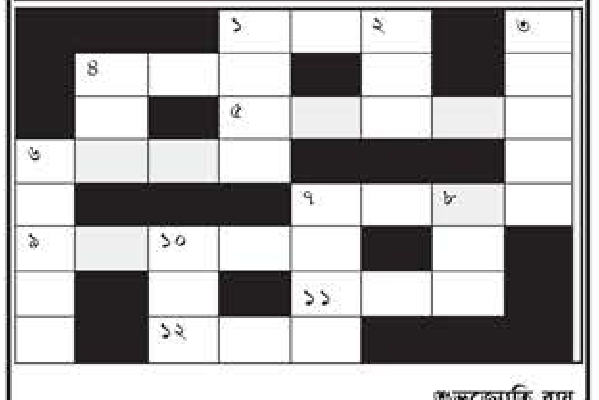

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। আশ্চর্যজনক ৪। পরশু, টাঙ্গি ৫। প্রচুর বিতরণে বল্লাল সেন রচিত গ্রন্থ ৬। অকপট, স্পষ্ট ৭। ঘোর অন্ধকার রাত্রি ৯। সমুদ্র ১১। নির্ধারণ, মীমাংসা ১২। আলতা।

উপর–নীচ

১। চাপরাশি ২। তর্কাতর্কি, ঝগড়া ৩। কেবল দেখবার জন্য উৎকট মোহ ৪। সরস্বতী নদী ৬। (আল.) অকিঞ্চিৎকর জিনিস ৭। বেরসিক ৮। রাত্রির অবসান, প্রভাত ১০। গৃহস্থ যোগী।

সমাধান : ১৮২

পাশাপাশি : ১। অপদস্থ ৪। গলি ৫। কদমকুসি, ৭। মনোজ্ঞ ৯। ধারণ ১০। হাতচালানো ১১। চাকি ১২। তলাতল।

উপর–নীচ : ১। অলি ২। দমদম ৩। আতসি ৪। গমনোদ্যত ৬। বুদ্ধির ঢেঁকি ৮। খোলামেলা ১০। হার্দিক ১১। চলে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় আবার উদ্ধার এক নাবালিকা উত্তরপ্রদেশ থেকে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে

জানা গেল,জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম শ্যামনগর বাগচি গ্রামের ১৫ বছরের এক নাবালিকার গত বছরের আগস্ট মাসে ফেসবুকের মাধ্যমে আলাপ হয় উত্তর প্রদেশের মুজফ্ফর নগরের এক যুবকের সাথে। আর এই আলাপ থেকে প্রেম ভালবাসা তৈরি হয়। এবং সেই প্রেমের টানেই গত বছরের ১০ সেপ্টেম্বর ওই নাবালিকা ডাক্তারের কাছে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। অনেক খোঁজা খুঁজি করেও মেয়ের কোনো সন্ধান না পেয়ে অবশেষে জয়নগর থানায় মেয়ের নিখোঁজের ডায়েরি লিপিবদ্ধ করেন ওই নাবালিকার বাবা। আর জয়নগর থানার পুলিশ ওই কেসের তদন্তে নেমে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে নাবালিকার ফোনের লোকেশানের সূত্র ধরে উত্তর প্রদেশের মুজফ্ফরনগর এলাকায় সন্ধান পান। আর কালবিলম্ব না করে জয়নগর থানার এস আই তীর্থ প্রতীম বাসুর নেতৃত্বে পুলিশের বিশেষ টিম উত্তর প্রদেশের পুলিশের সাহায্য নিয়ে মুজফ্ফরনগর এলাকা থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে শনিবার রাতে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ওই নাবালিকাকে ফুসলিয়ে বিবাহ করেছিল সেই যুবক। কিন্তু নাবালিকাকে পাচার করা হতো কিনা ও আর কী ঘটনা ঘটেছিলো তা খতিয়ে দেখছে জয়নগর থানার পুলিশ। তবে ওই নাবালিকাকে উত্তর প্রদেশে নিয়ে যেতে যুক্ত থাকার অভিযোগে শনিবার রাতেই জয়নগর থানার মহিষমারি এলাকা থেকে সফিকুল জমাদার নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃত সফিকুল জমাদারকে রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে বিশেষ আদালতে তোলা হয়। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষার পর হোমে পাঠানো হয়।

চরস ও গাঁজা সহ ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার বড়োসড়ো সাফল্য বারুইপুর পুলিশ জেলার। এবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরিফ পুলিশ ফাঁড়ি থেকে উদ্ধার হলো সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের গাঁজা ও চরস। এই ঘটনায় পুলিশের হাতে ধৃত এক পাচারকারী। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারী শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ টিম এলাকায় নাকা চেকিং একবার সময় উদ্ধার হয় ১৪২ গ্রাম গাঁজা ও ২৫ কেজি চরস। আর এই চরস ও গাঁজা সহ পুলিশের হাতে ধরা পরে এক পাচারকারী। ধৃত পাচারকারীর নাম শেখ আলম (৬৫), বাড়ি ঘুটিয়ারি শরীফ দেওয়ান পাড়া। ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাতে চায় পুলিশ।

ধৃতকে সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল। ধৃতের সাথে আর কারা জড়িত ও এই সামগ্রী কোথা থেকে এসেছিল ও কোথায় বিক্রি করা হচ্ছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। ঘটনাটি ঘটেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বসিরহাট ফরেস্ট রেঞ্জের বুড়ির ডাবরি বিটের ঝিলা ৬ নম্বর নদীখাঁড়ি সংলগ্ন জঙ্গল এলাকায়। বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবনের হেমনগর কোস্টাল থানার কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনস্ত দক্ষিণ কালীতলা গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর বাউলে (৩১)। রবিবার দুপুরে দুই সঙ্গী মনোরঞ্জন মন্ডল ও শত্রুঘ্ন মন্ডল সহ তিন জন মৎস্যজীবী নৌকায় করে সুন্দরবনের কোর এলাকায় কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল। জানা গিয়েছে এদিন ভোর রাতে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের গহীন অরণ্যে ও তিনজন ঝিলা জঙ্গলের তিন দিকে বিভক্ত হয়ে যায়। সেই সময় নদীতে ভাঁটা চলছিল। জাহাঙ্গীর সেখানে কাঁকড়া ধরার জন্য দোন পাতছিল। হঠাৎ অন্যান্য সঙ্গীরা জাহাঙ্গীরের চিৎকার ও বাঘের গর্জন শুনতে পায়। তখনই তাদের সন্দেহ হয়। অবশেষে তার সঙ্গীরা যখন জাহাঙ্গীরকে খুঁজে পায় ততক্ষণে বাঘ তার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। তারপর সঙ্গীরা তার দেহ উদ্ধার করার প্রাণপণ চেষ্টা করে। বিফলে যায় চেষ্টা। বাঘ তার শিকারকে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে সঙ্গীসাথীরা বসিরহাট ফরেস্ট রেঞ্জার বনদপ্তরের আধিকারিকদের খবর দেয়। বনদপ্তর ও হেমনগর থানার পুলিশের একটি দল ওই দুই মৎস্যজীবী সহ জাহাঙ্গীরের মৃতদেহ নিয়ে আসতে রওনা হয়েছে ঘটনাস্থলে। উল্লেখ্য একের পর এক বাঘের হানা লেগেই ছিল সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এবার একে বারেই বাঘের ডেরায় গিয়ে রয়্যাল বেঙ্গলের মুখে পড়লো ওই মৎস্যজীবী। বারে বারে বনদপ্তরের একাধিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যেভাবে মৎস্যজীবীরা আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ও নিয়মের তোয়াক্কা না করে সুন্দরবনের কোর এলাকায় ঢুকে যাচ্ছে, যার ফলে বারবার এমন ধরনের দুর্ঘটনা। এমনটাই মনে করছেন বনদপ্তরের আধিকারিকরা।

কান ধরে ওঠবোস

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ক্যানিং ১ ব্লকে দিনে দিনে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে ক্যানিং মহকুমা এলাকায় পাঁচশোর অধিক মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে ক্যানিং স্টেডিয়ামের কোভিড হাসপাতালে ১১ জন ভর্তি রয়েছেন। অন্যান্যরা রয়েছেন সেফ হোমে। ফলে করোনা সংক্রমণের বাড় বাড়ন্ত রুখতে বিগত দিনে ক্যানিং বাজার, গোসাবা এবং বাসন্তী ব্লকের বাজার হাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রশাসন। এবার ক্যানিংয়ের তালদি ও সাতমুখী বাজার তিন দিনের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্লক প্রশাসন। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। আর সেই কারণে আরো দৃঢ়তার সাথে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে

পথে নামলো ক্যানিং থানার পুলিশ প্রশাসন। এদিন সকাল থেকেই সাতমুখী ও তালদি বাজার এলাকায় চলছে পুলিশের অভিযান। মাস্ক না পরা ব্যাক্তি নজরে পড়লেই পুলিশ তাদেরকে প্রকাশ্য রাস্তায় কান ধরে ওঠবোস করাচ্ছে। এমন কি অবাধ্যদের সচেতন করতে মৃদু লাঠি পেটাও চলছে।এমন ঘটনায় সচেতন মানুষজন খুবই খুশি। তাদের দাবি, করোনা বিধির সচেতনতা অবশ্যই পালন করা উচিত। তাহলে সংক্রমণ কমবে।

কচ্ছপের পিঠে জিপিএস

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সুন্দরবনের তথা উপকূলীয় অঞ্চলের একেবারেই বিরল প্রজাতির কচ্ছপ হলো বাটাগুড় বাস্কা। এই বাটাগুড় বাস্কার প্রজনন বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা। প্রতিটি বাটাগুড় বাস্কার দেহে বসানো হলো আমেরিকা থেকে আনা আধুনিক প্রযুক্তির জিপিএস মেশিন। আর এই স্যাটেলাইট মেশিনের মাধ্যমে জলের লবণাক্ততা, উষ্ণতা এবং কোন পরিবেশে এই বাটা গুড় বাস্কা থাকতে ভালোবাসে তা জানা যাবে। সুন্দরবনের এই প্রথম বাটাগুড়

বাস্কা নিয়ে এরকম একটি গবেষণা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। ব্যাঘ্র প্রকল্প সূত্রের খবর, বুধবার সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে ছাড়া হল বারোটি পূর্ণবয়স্ক কচ্ছপ এবং ৩৭০ টি বাচ্চা । সজনেখালি ম্যানগ্রোভ ইন্টারপ্রেটর সেন্টারে রাখা এই পুকুর থেকে তাদেরকে নিয়ে গিয়ে ছাড়া হল সুন্দরবনের মূলত এই প্রজাতির কচ্ছপ সুন্দরবনের বঙ্গোপসাগর এলাকাতে এবং ওড়িশা উপকূলে সবথেকে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। মৎস্যজীবীদের জালে এবং কিছু মানুষের শিকারের ফলে এই কচ্ছপ আস্তে আস্তে বিলুপ্ত পথে এগিয়ে যায়। পরবর্তীতে বনদপ্তর সিদ্ধান্ত নেয় এই কচ্ছপের প্রজনন বাড়ানোর। এবং তা সফলভাবে এগিয়ে চলে সজনেখালি ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে যা কী না রাজ্য তথা দেশের মধ্যে প্রথম।

বাবা–ছেলের কাছে জাল নোট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাবা ও ছেলের কাছ থেকে উদ্ধার হল জাল নোট। ধৃত দুইজনেই। বকুলতলা থানা এলাকার মনিরতট হাওয়া ইঁটভাটা থেকে ৪০ টি ৫০০ টাকার জাল নোট সহ বাবা ও ছেলেকে পাকড়াও করে পুলিশ। বকুলতলা থানার মনিরতট হাওয়া ইঁট ভাটার ঘটনা। ঘটনায় জাল নোট ছাড়াও একটি মোটর বাইক ও দুটি মোবাইল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম হলো সুবীর দে ও সুমিত দে । বাড়ি

হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকায়। সম্পর্কে বাবা ছেলে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাওড়া থেকে বাবা ছেলে ব্যবসায়িক লেনদেনের কাজে মনিরতট এলাকায় মাঝে মাঝে আসতো। এদিন ওই ইঁটভাটায় লেনদেন করার সময় ওই জাল নোট গুলো তারা দিয়েছিল। আর গোপন সূত্রে সেই খবর বকুলতলা থানার পুলিশের কাছে চলে আসে। তারা গিয়ে বৃহস্পতিবার তাদের হাতে নাতে ধরে। জাল নোট সহ বাবা ও ছেলেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতদের শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাতে চায় পুলিশ।

বুড়ুলে আগমণের শতবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অগ্নিযুগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বীর বিপ্লবী শহিদ অনুরূপ চন্দ্র সেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। অবিভক্ত ভারতবর্ষের চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া গ্রামে তাঁর ১৮৯৮ সালে জন্ম। তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের যুব বিদ্রোহী সংগঠনের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯২২ সালে জানুয়ারি মাসে তিনি অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার বুড়ুল হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতে আসেন। এই বছর তাঁর বুড়ুল আগমণের শতবর্ষ। গত ২১ জানুয়ারি বুড়ুল হাইস্কুলে কোভিড পরিস্থিতিতে সীমিত সংখ্যক

ছাত্র–ছাত্রী ও শিক্ষক–শিক্ষিকা–অভিভাবকের উপস্থিতিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় বুড়ুল আগমণের শতবর্ষ উদযাপন করা হয়। মাল্যদান করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় রায়, বুড়ুল পঞ্চায়েতের প্রধান আদিত্য ঘোষ, বুড়ুল পল্লি হিতৈষণী সমিতির সম্পাদক তুলসী দাস মাজী, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক অভিজিৎ বেরা প্রমুখ। ১০০টি দীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। বুড়ুল হাট সংলগ্ন তাঁর বসবাসের স্থানেও তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। ১৯২৬ সালে ব্রিটিশ পুলিশ বুড়ুল থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে নলদাঁড়ি ঘাট থেকে নদীপথে কলকাতা নিয়ে যান। শহিদ অনুরূপ চন্দ্র সেন বুড়ুল পল্লি হিতৈষণী সমিতি গড়ে যুবকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯২৮ সালের ৩ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

বাজার বন্ধে ভালো সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে রাজ্য জুড়ে পর্যায় ক্রমে সপ্তাহে দুদিন করে বাজার দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রশাসন থেকে। সেই মতো জয়নগর ১ নং ব্লকের ১২ টি পঞ্চায়েত ও ১ টি পুরসভায় এলাকায় প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে বাজার দোকান বন্ধ থাকছে। জয়নগর ১ নং ব্লকের জয়নগর বিধানসভার অধীন ৬ টি পঞ্চায়েত এলাকার বাজার দোকান প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার অধীন জয়নগর ১ নং ব্লকের বাকি ৬ টি পঞ্চায়েত এলাকায় প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার ও বুধবার এবং জয়নগর মজিলপুর পুরসভায় প্রতি সপ্তাহের বুধবার ও

বৃহস্পতিবার করে দোকান বাজার বন্ধ থাকছে। বুধবার জয়নগর মজিলপুর পুর এলাকার চারটি বাজার যেমন মিত্রগঞ্জ বাজার, দত্তবাজার, স্টেশন বাজার ও তিলিপাড়া বাজার সহ পুর এলাকার দোকান পাঠ বন্ধ থাকে।একমাত্র অত্যাবশীয় দোকান খোলা দেখতে পাওয়া গেল এদিন এই পুর এলাকায়। তবে এদিন পুর এলাকায় পুরসভার পক্ষ থেকে মাইকিং করা চলছে। চলছে মাস্ক পরার আবেদন ও। এদিন জয়নগর মজিলপুর পুরসভার বর্তমান পুর প্রশাসক সুকুমার হালদার জয়নগর থানার এস আই রাজু গুপ্তার সাথে পুর বাজার গুলো ঘুরে দেখেন। জয়নগর থানা, পুরসভা ও জয়নগর ১ নং ব্লকের উদ্যোগে এই সাপ্তাহিক বাজার দোকান বন্ধে ভালোই প্রভাব পড়েছে।এদিন জয়নগর মজিলপুর পুরসভার চারটি বাজার ও দোকানের খন্ডচিত্র উঠে এলো আমাদের ক্যামেরায়। সব মিলিয়ে মানুষ স্বতস্ফূর্ত ভাবে এই দোকান বাজার বন্ধ রেখেছে করোনা সংক্রমণ রুখতে।

ফি বেশি নেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিকের ভর্তির রেজিস্ট্রেশন ফি বেশি নেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভে পড়ুয়া ও অভিভাবকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর–মজিলপুর পুরসভার জয়নগর মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন ফি ১৪৯ টাকা ও অন্য স্কুলে পরীক্ষার সিটে বসার জন্য ৪০ টাকা মোট ১৮৯ টাকা দিতে হয়। অভিযোগ, এই স্কুলে ছাত্র–ছাত্রীদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে এই বাবদ নেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হিমাদ্রি হালদার নামে এক দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রের ফেসবুকের পোস্ট কে ঘিরে তুমুল গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। সোমবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্য হিমাদ্রিকে নানা রকম বাজে কথা বলে বলে অভিযোগ ওঠে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এবং ফি কমানোর দাবিতে সোমবার বেলায় ছাত্র–ছাত্রীরা স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষক

ও পরিচালন কমিটির সদস্যরা প্রথমে অভিভাবকদের সঙ্গে ও পরে ছাত্র–ছাত্রীদের সাথে জরুরি আলোচনায় বসে। কিন্তু পরিচালন কমিটির এক সদস্যের এহেন আচরণ ঘিরে তুমুল ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্রছাত্রীরা। তাদের অভিযোগ, ওই সদস্য কিসের ভিত্তিতে আমাদেরকে এইভাবে অপমান করতে পারলো। ওই সদস্যকে অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে। আর এই নিয়ে বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে ছাত্র–ছাত্রী ও অভিভাবকরা। স্কুল পরিচালন কমিটির সাথে। পরে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে ছাত্রছাত্রীরা আলাদাভাবে চিঠি করলে কিছু টাকা ফেরত দেওয়া হবে। তবে এ ব্যাপারে অভিভাবক প্রতিনিধি দলের সদস্য সাথী হালদারের অভিযোগ, তাঁর ভাই হিমাদ্রি হালদারের সঙ্গে ওই পরিচালন কমিটির সদস্য প্রশান্ত ভান্ডারী বাজে ব্যবহার করেছে যেখানে অন্য স্কুলেতে আড়াইশো টাকা, তিনশ টাকা নেওয়া হচ্ছে সেখান এই স্কুলে কেন ৫০০ টাকা নেওয়া হবে এবং কেন তার রশিদ দেওয়া হবে না। তাছাড়া ছাত্রীরা এর প্রতিবাদ করলে এইভাবে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার কেন করা হবে। এ প্রসঙ্গে পরিচালন কমিটি সদস্য প্রশান্ত ভান্ডারী বলেন, আমি এই ধরনের কোনও কথা বলিনি। কিছু রাজনৈতিক দলের যোগসাজশে ছাত্র–ছাত্রীদের অভিভাবকদের সামনে এনে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে স্কুলকে বদনাম করার উদ্দেশ্য। আমি এর সাথে কোনওভাবেই জড়িত নয়। এ প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর মন্ডল বলেন, আলোচনার ভিত্তিতে সব কিছুর সমাধান করে নেওয়া হচ্ছে। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা থাকে এদিন বিকাল অবধি।

কোন্নগর পুরসভার লঞ্চ পরিষেবা চালু

মলয় সুর : রবিবার কোন্নগর পুরসভার উদ্যোগে এক কর্মসূচি প্রকল্প পালিত হয়। কোন্নগর ফেরিঘাট–পানিহাটি পর্যন্ত একটি ভূতল পরিবহন এমভি জলধারা লঞ্চ উদ্বোধন করেন শ্রীরামপুর লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাংসদ তহবিল থেকে ১৮ লাখ টাকা দিয়েছেন। কোন্নগরে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। ওইদিন কোন্নগর পুরসভা ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক বলেন, এই প্রথম তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে ১২ লাখ টাকা দেন যাতে কোন্নগর শহরে কাজের ধারা অব্যাহত থাকে। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ বাংলার মানুষ হয়রানির শিকার না হয়। সকালের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান তন্ময় দেব, ভাইস–চেয়ারম্যান গৌতম দাস, সুজিৎ কর, প্রশাসক পরিমল মুখার্জী, স্বাস্থ্য অফিসার পারমিতা অধিকারী, সিস্টার নিবেদিতা ওয়েলফেয়ার সংস্থার পূর্ণিমা বাগ।

সিপিএমের ইস্তাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর পুর নিগমের নির্বাচনে প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে সংযুক্ত নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সিপিএমে ইস্তাহার প্রকাশ করা হল। ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে এই ইস্তাহার বাড়ি বাড়ি প্রচারে জোর দিয়েছে সিপিএম নেতৃত্ব। ইস্তাহারে চন্দননগরবাসীর জন্য বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বিনামূল্যে জন্ম–মৃত্যু শংসাপত্র প্রদান, কর্মসংস্থানের সুযোগ করোনার মতো অতিমারী পরিস্থিতিতে প্রত্যেক বরোতে শ্রমজীবী ক্যান্টিন ও বাজার চালু করার কথা বলা হয়েছে। এমন কী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর। বরোভিত্তিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সহ একগুচ্ছ কর্মসূচির কথা জানিয়েছেন সিপিএম নেতা পিনাকী চক্রবর্তী। চন্দননগরে ৩৩টি ওয়ার্ডে নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী রয়েছে। এছাড়া সিপিএমের তরুণ ব্রিগেডের নেতৃত্বে রয়েছেন হীরালাল সিংহ, গোপাল শুক্লা, গোপাল ভৌমিক, শুভদীপ দে, রতন দাশ, লুৎফার রহমান, ঐক্যতান দাশগুপ্ত (টুপ)। এবার সিপিএম নেতৃত্ব মোট ৯ জন রেড ভলান্টিয়ারকে যোগ্য প্রার্থী করেছেন। তাঁরা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে জিততে মরিয়া।

শুরু বাঘ সুমারি

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় : আবার সুন্দরবনের জঙ্গলে শুরু হলো বাঘ সুমারির কাজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বন বিভাগের অধীন সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘ সুমারির কাজ শুরু হলো। মঙ্গলবার থেকেই বাঘের ছবি তুলতে ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে ক্যামেরা লাগানোর কাজ শুরু করলেন বনকর্মীরা। এদিন এই কাজ শুরু হওয়ার আগে রায়দীঘি রেঞ্জের চিতুরি বিট অফিসে বনবিবির পুজো দেন বনকর্মীরা। তারপরেই বন আধিকারিকরা এবং বনকর্মীরা ক্যামেরা সহ অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে কুলতলির হেড়োভাঙা ৮ নম্বর জঙ্গলে গিয়ে ক্যামেরা লাগানোর কাজ শুরু করেন। এদিন থেকেই জেলা বন বিভাগের অধীন সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের ছবি তুলতে শুরু করেছে ক্যামেরা। বন বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, এবার জেলা বন বিভাগের অধীন কোর জঙ্গলের ৮ টি বিভিন্ন জায়গায় ১৬১ জোড়া ক্যামেরা বসানো হবে। এদিন তারই কাজ শুরু করা হলো। আগামী ৪ দিন ধরে জেলা বন বিভাগের অধীন মাতলা, রামগঙ্গা, রায়দীঘি ও ঝড়খালি রেঞ্জ গুলিতে ও এই ক্যামেরা লাগানোর কাজ চলবে। তারপর টানা ৩০ দিন ধরে জঙ্গলে ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়াতে। সেখানে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে বাঘের ছবিকে একেবারে নির্খুতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। আর সেই বিশ্লেষণের পরেই নির্ণয় করা হবে সুন্দরবনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বন বিভাগের অধীন জঙ্গলে বাঘের সংখ্যাঠিক কত এবং তা জানিয়ে দেওয়া হবে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটিকে। শেষ বাঘ সুমারিতে ভারতীয় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল মোট ৯৬ টি। তার মধ্যে জেলা বন বিভাগে বাঘের সংখ্যা ছিল ২৭ টি। এবার সেই সংখ্যা বাড়বে বলেই মনে করছেন বন আধিকারিকরা। জেলা বন আধিকারিক ডিএফও মিলন মণ্ডল এদিন জানান, গোটা দেশে বাঘ সুমারির কাজ শুরু হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবেই জেলা বন বিভাগে এদিন থেকে এই কাজ শুরু করা হয়েছে। ১০ জন বনকর্মী নিয়ে মোট ৮ টি দল এবং শতাধিক কর্মী এই কাজে যুক্ত হয়েছেন। এদিন রায়দীঘি রেঞ্জের হেড়োভাঙা ৯ নম্বর জঙ্গল থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই কাজ শুরু করা হলো। বিভিন্ন রেঞ্জের বিভিন্ন গ্রিডে এই ক্যামেরা বসানো হবে। একটি ক্যামেরা থেকে অন্য ক্যামেরার দূরত্ব দেড় কিলোমিটার রাখা হচ্ছে।

বসানো এই ক্যামেরায় বাঘের ছবি বন্দী করা হবে। এজন্য বন দপ্তরের ১০০ জন কর্মীকে ৮ টি দলে ভাগ করে এই ক্যামেরা লাগানোর কাজে নামানো হয়েছে। শুধু বাঘের ছবি তোলাই নয়, এবার এই বিশেষ প্রযুক্তির ক্যামেরা থেকে বাঘের অবস্থানও বোঝা যাবে। নির্দিষ্ট সময় ধরে ক্যামেরায় বাঘের ছবি বন্দি হওয়ার পর সেই ছবি পাঠানো হবে যাতে একটা ক্যামেরা ছবি তুলতে না পারলেও অন্য ক্যামেরায় তা ধরা পড়ে। দিনে ও রাতে ওই ক্যামেরা কাজ করবে। স্টিল এবং ভিডিও দুটোই রেকর্ড হবে। দিনে স্টিল ও ভিডিও এবং রাতে শুধুমাত্র স্টিল ছবি তোলা যাবে এই বিশেষ প্রযুক্তির ক্যামেরায়। আর এর থেকে সুন্দরবনের প্রকৃত বাঘের সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা,২২ জানুয়ারি –২৮ জানুয়ারি, ২০২২

অনির্বাণ নেতাজি

অঙ্কের হিসাবে এবারের ২৩ জানুয়ারিতে ১২৫ পূর্ণ করে ১২৬তম পা দিলেন। তাঁর অনিবার্য অনির্বাণ অস্তিত্বের আলোকচ্ছটায় দেশের রাজনীতি আজও উত্তাল হয়। স্বাধীনতার ওই অমৃত মহোৎসবের যজ্ঞে রাষ্ট্রীয় স্তরে চির উপেক্ষিত নেতাজি কতটুকু রাহু মুক্ত হলেন সে প্রশ্ন উঠবেই।

উপনিবেশিক ভাবনা চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রশ্ন পদক্ষেপ হিসাবে মোদী সরকার একটি সদর্থক ভূমিকা নিয়েছেন। দেশ বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটকরা রাজ ঘাট, অমরজ্যোতি জওয়ান দেখে থাকেন। ইন্ডিয়া গেটে যে অমর জওয়ান জ্যোতিতে এতো অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তা কিন্তু সবটাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো ব্রিটিশ যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। সাম্প্রতিককালে গড়ে ওঠা ওয়ার মেমোরিয়াল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনা যোদ্ধাদের স্মৃতিতে স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধি যে জওয়ান প্রজ্জ্বলন করেছিলেন তা আজ স্থানান্তরিত করলেন ওয়ার মেমোরিয়ালে মোদী সরকার। ইন্ডিয়া গেটের সামনে কেনোপির ভিতর ছিল ব্রিটিশ রাজার মূর্তি। ১৯৬৮ সাল থেকে সে মূর্তি অপসারিত হলো শূন্যস্থান ছিল সেই স্থান। সাম্প্রতিক কেন্দ্র-রাজ্য ট্যাবলো বিতর্কে ইতি টানতে তড়িঘড়ি করে ইন্ডিয়া গেটের সামনে শূন্য কেনোপির ভিতর নেতাজির হলোগ্রাম স্ট্যাচু স্থাপন করেছেন। এমন জিনিস ভারতে কোথাও নেই। প্রধানমন্ত্রীর টুইট থেকে জানা যাচ্ছে আগামী দিন সেখানে ১৮ ফুট উঁচু কালো গ্রানাইট পাথরের সামরিক বেশে নেতাজির মূর্তি স্থাপিত হবে। সরকার তরফে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়া গেটটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত জওয়ানদের স্মরণে তৈরি।

গান্ধিজি কিংবা নেহেরুর নানা জন্মবর্ষে একাধিক ট্যাবলো তাদের স্মরণে রাজপথে দেখা যেত প্রজাতন্ত্র দিবসে। পশ্চিমবাংলার নেতাজি সম্পর্কিত যে ট্যাবলো বাদ দেওয়া হয়েছে এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সাম্প্রতিক কালে কোনও কোনও রাজনৈতিক হঠাৎ দাবি করতে শুরু করেছেন রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত তথাকথিত নেতাজির চিতাভস্ম ডিএনএ টেস্টের দাবি তুলছেন কেউ কেউ। এই অবৈজ্ঞানিক দাবি এ রাজ্যেরও কোনও কোনও রাজনৈতিক দাবি করছেন। যে চিতাভস্মের কোনও আইনত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তা নিয়ে এতো বছর পরেও প্রশ্ন তোলার মধ্যে অবশ্যই চক্রান্ত রয়েছে। যে কাজ গুলি করা দরকার ছিল তা হলো নেতাজি নিয়ে যে মিথ্যাচার এতো বছর ধরে হয়েছে তা দূর করা অত্যন্ত জরুরি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে ফাইলগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয় বিমান দুর্ঘটনায় আদৌ নেতাজির মৃত্যু ঘটেনি। এও প্রমাণ পাওয়া গেছে তথাকথিত 'নেতাজি কন্যা' নেতাজির সঙ্গে জিনগত ভাবে কিংবা আইনগত ভাবে আদৌ যুক্ত নন।

দেশ জুড়ে যে নেতাজি বন্দনার হিসাবি পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে তা অত্যন্ত লজ্জার। মিথ্যাচার অবসান করানোর জন্য কেউই সক্রিয় নন। এমনকী রাজনীতি আশ্রয়ী দাবিদার পরিবারের যারা নেতাজির আদর্শ প্রচারের কথা বলছেন, উত্তরাধিকারের দাবি খুঁজছেন নেতাজির আদর্শ প্রচারের মধ্যে তারাও কোনও দিন নেতাজির আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে তাদের রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে কাজে লাগান নি।

রাষ্ট্রীয় স্তরে নেতাজিকে উপেক্ষা করা হলেও আপামর ভারতবাসীর কাছে নেতাজির ভাবমূর্তি তাদের হৃদয়ে। বিশেষ করে বাংলার পথে ঘাটে ফুটপাথে নেতাজির ছবিতে মালা দেওয়া হয় শুধু ২৩ জানুয়ারি নয় ২৬ জানুয়ারি ও ১৫ আগস্টেও। বারে বার ফিরে আসা ২৩ জানুয়ারিই সুভাষ সূর্যের তেজ ও উত্তাপ নিয়ে ভারতবাসী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হোক, সত্যের অন্বেষনে এগিয়ে আসুক এটাই হবে এবারের ২৩-এর নেতাজির প্রতি প্রণাম ও শ্রদ্ধা।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ–ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

প্রকাশের অনুপস্থিতিতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম–উপলব্ধি হয়। সেই রকম, কেউ যখন ভগবানের চিৎ–শক্তিহীন জড়া শক্তিকে উপলব্ধি করেন, তখন তাঁর পরমাত্মা উপলব্ধি হয়। এইভাবেই পরমতত্ত্বের ব্রহ্ম ও পরমাত্মা উপলব্ধি হচ্ছে আংশিক উপলব্ধি। যাই হোক, হিরন্ময়পাত্র উন্মোচন করার পর কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ–শক্তিতে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন বাসুদেবঃ সর্বমিতি– বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান– সমস্ত কিছুই। তিনি হচ্ছেন ভগবান বা মূল। আর ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তাঁর শাখা–প্রশাখা।

ভগবদ্গীতায় নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসক (জ্ঞানী), পরমাত্মার উপাসক (যোগী) এবং শ্রীকৃষ্ণ উপাসক (ভক্ত)– এই তিন রকমের পরমার্থীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ আছে। ভগবদ্গীতায় (৬/৪৬–৪৭) বলা হয়েছে যে, সকল প্রকার পরমার্থবাদীদের মধ্যে যিনি জ্ঞানী, যিনি বৈদিক জ্ঞান অনুশীলন করেছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তবুও যোগী জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মী অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। আবার সব রকম যোগীর মধ্যে যিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সংক্ষেপে বলা যায়, কর্মী অপেক্ষা জ্ঞানী শ্রেয় এবং জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেয়। কিন্তু সকল যোগীর মধ্যে যিনি সব সময় ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এভাবেই সাফল্য অর্জনের জন্য শ্রীঈশোপনিষদ আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে।

ফেসবুক বার্তা

ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা 😔

১৯৮১ সালে বিহারের ভাগমতী নদীতে একটি ট্রেন পড়ে গেলে, তাতে ৮০০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। যা ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা।

বাংলা অগ্রসর হও

সুভাষচন্দ্র বসু

বাংলার বাহিরে ইহা সাধারণত জানা নাই যে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভের পর এই প্রদেশে একাধিক জরুরী অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করা হয় এবং তাহার ফলে কার্যত এখানে জনজীবন স্তব্ধ হইয়া যায়। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা–শাসিত অন্য প্রদেশে 'অর্ডিন্যান্স রাজ' চালু হইলেও কঠোরতা ও নির্মমতার দিক হইতে বাংলার অবস্থার সহিত তাহার এক মুহূর্তেরও তুলনা চলে না। বাংলা সরকার তাঁহাদের পন্থা বদল করিবেন কিনা তাহা দেখিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি প্রায় ৫ মাস অপেক্ষা করে এবং বস্তুত প্রভাবশালী মহল হইতে বাংলা সরকারের অনুরূপ উপদেশ দেওয়া হইলেও তাহা ব্যর্থ হয়। এই ৫ মাস কালের মধ্যে অর্ডিন্যান্সগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আইন–অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার অনুমতির জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে তিনবার অনুরোধ করা হয়।

জানুয়ারির মধ্যভাগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হয় এবং মাস শেষ হইবার পূর্বে আইন–অমান্য অভিযান আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 'অর্ডিন্যান্স রাজ'–এর সর্বাপেক্ষা আপত্তিকর বৈশিষ্ট্য ছিল জনসভা, বিক্ষোভ প্রভৃতি সমগ্র বাংলা প্রদেশে নিষিদ্ধকরণ এবং সেইভাবে জনজীবনে কার্যাবলী কার্যত স্তব্ধ করা হয়। অর্ডিন্যান্স লঙ্ঘন করিয়া কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে লেখক কর্তৃক ৩১ জানুয়ারি প্রথম জনসভা আহূত হয়। রাজনৈতিক মানসিকতাসম্পন্ন বাংলা সেইদিন এই প্রত্যাশায় উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িতেছিল যে, ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হইবে এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা সরকারের আন্দোলন দমন করিতে সচেষ্ট হইবেন। ঐ ধরনের কিছুই ঘটে নাই। দুর্জ্ঞেয় কারণে সরকার নতি স্বীকার করে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সব কিছু অনুষ্ঠিত হয়। সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও তাহার সমর্থকবৃন্দ সারা বাংলায় অর্ডিন্যান্স লঙ্ঘন করে। কংগ্রেস কমিটি ও তাহার সমর্থকবৃন্দ সারা বাংলায় অর্ডিন্যান্স লঙ্ঘন করে। ইহার ফলে সেপ্টেম্বরের পূর্ববর্তী 'স্থিতাবস্থা' স্বতঃই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে এই দাসত্ববদ্ধ দেশে যেটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল, জনগণ তাহা পুনরুদ্ধার করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এই সাফল্যের পরিমাণ ছিল অপ্রত্যাশিত এবং অভূতপূর্ব। উল্লিখিত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। কিন্তু হয়তো সেইজন্যই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাফল্য প্রচুর হইলেও চমকপ্রদ ছিল না।

বিগত জানুয়ারী হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এইভাবেই কাজ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের গান্ধীবাদীগণ এবং নব্য গান্ধীবাদীগণ অর্থাৎ আমাদের জাতীয় ফ্রন্টপন্থীগণ কী করিয়াছেন? সংবাদে জানা যায় যে কর্তৃপক্ষ হুগলীর আরামবাগ মহকুমার একটি গান্ধীবাদী সম্মেলন নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় গান্ধীবাদীগণ সেই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের কথা ভাবেন নাই। নদীয়া জেলার নব্য গান্ধীবাদী একটি সভা করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু যখন কর্তৃপক্ষ ইহার জন্য অনুমতি দিলেন না তখন তাঁহারা সাহসের চাইতে বুদ্ধির আশ্রয় মহত্তর অংশ গ্রহণ করিয়া নিজেদের পরিকল্পনা বর্জন করেন। মে দিবসে প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সরকারি অনুমোদন লইয়া কলিকাতায় একটি সমাবেশ করে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকেই ঐ একই দিনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সভা ও সমাবেশ করে।

মে মাসে বাংলায় নতুন কর্মোন্মাদনার প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীল অ্যাড–হক কংগ্রেস কমিটি (কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক সৃষ্ট) হিন্দু মহাসভা এবং 'অমৃতবাজার' ও 'যুগান্তর'–এর মতো বিশ্বাসঘাতক সংবাদপত্রগুলির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা লজ্জাকরভাবে ব্যর্থ হয়। জনগণ আরো নেতৃত্বের জন্য সাগ্রহে তাকাইয়া থাকে।

সেই নেতৃত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২৫ এবং ২৬ মে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। বস্তুত ঐ সম্মেলন আহ্বানের পরিকল্পনাটি ছিল অতি চমৎকার ভাবনা। প্রতিনিধি হিসাবে যাঁহারা অধিবেশনে যোগ দেন, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর, অর্থাৎ প্রায় ৬০০ এবং তাঁহারা সকলে বিশেষ উৎসাহ সহকারে আসেন। ২৫ মে ঢাকা শহর নির্বাচিত সভাপতিকে এবং লেখককে উদ্দীপনাপূর্ণ ও উদ্বেলিত অভ্যর্থনা জানায়। মূল সম্মেলনে বহুসংখ্যক দর্শকের ভিড় এবং ছাত্র–সম্মেলন, শ্রমিক সম্মেলন, কিষাণ সম্মেলন এবং মহিলা সম্মেলনের মতো পার্শ্ব–সম্মেলনগুলিও সাফল্যমণ্ডিত হয়। প্রত্যেকেই ঢাকা হইতে আশা, আস্থা এবং উজ্জ্বল প্রত্যাশা লইয়া ফিরিয়া আসেন। ঢাকা সম্মেলনে যোগদানকারীগণ কোন অনুপ্রেরণায় উদবুদ্ধ হন? সেখানে প্রদত্ত সাহসী ও স্পষ্ট নেতৃত্বই সেই প্রেরণার উৎস ছিল। ঢাকার আহ্বান ছিল তীব্রতর সংগ্রামের এবং যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃতির। কিন্তু ইহা পরাধীন জাতির প্রতি কোনো আবেদন নয়। গত কয়েক মাসে ভারতীয় পরিস্থিতি দৃশ্যত অপরিচিত হইয়া যাইবার ফলে এই কম্বুকণ্ঠের আহ্বান জানানো হয় এমন একটি জনসমষ্টির উদ্দেশ্যে যাহারা আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং একটি স্বাধীন জাতিরূপে চিন্তা, অনুভব ও কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সুতরাং রাজনৈতিক পরাধীনতার যে সব প্রতীক স্বাধীন ভারতের নবজাগ্রত চেতনার পরিপন্থী, সম্মেলন সেগুলিকে বর্জন ও নিষিদ্ধ করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানায়। সুতরাং শহরের ঠিক মধ্যস্থলে কলিকাতায় যে হলওয়েল মনুমেন্ট বাঙালীদের দাসত্বের বিজ্ঞপ্তি হিসাবে বিদ্যমান তাহা বিলুপ্ত করিতে হইবে। একইভাবে আমাদের পরাধীনতার অপর একটি প্রতীক, যথা, কারারুদ্ধ এবং বিধিনিষেধের অধীন রাজনৈতিক বন্দীদের বন্দীত্ব বিলুপ্ত করিতে হইবে। আর এ সবই হইল স্বাধীন ও সুন্দর ভারতবর্ষের মুখাবয়ব হইতে গত দুই শতাব্দীর সকল কালিমা মোচনের পরিকল্পনার ভূমিকামাত্র।

ঢাকা সম্মেলন ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে অন্য একটি বহু প্রয়োজনীয় সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিয়াছে। যখন রাজা ও রাজ্যগুলি রাতারাতি টলিয়া পড়িতেছে, সে সময় ক্ষমতা দখলের জন্য এবং তাহা চিরদিন বজায় রাখিবার জন্য জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সংহতি অনিবার্য। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য পুনঃস্থাপন এবং হিন্দু–মুসলমান সমস্যায় স্থায়ী সমাধানের জন্য আবেদন জানানো হয়। এক কথায় প্রাদেশিক সম্মেলনের নির্দেশ হইল:

–সংগ্রাম করুন এবং ঐক্যবদ্ধ হউন– যদি স্বাধীনতালাভ করিতে ও তাহা রক্ষা করিতে চান, তবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন এবং নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হোন।

'ভারতীয় জনগণের হাতে সকল ক্ষমতা চাই।' এই সমাবেশ–ধ্বনির আওতায় এই মহান ও পবিত্র উদ্যোগ করিতে হইবে। আমাদের নীতি হইবে 'হয় সম কিছু নয়তো কিছুই নয়।' এবং ইহার মধ্যে আপসের কিংবা মাঝপথে থামিয়া যাইবার কোনো অবকাশ নাই।

১ জুন ১৯৪০ 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলীয় মুখপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন।

শ্রী গৌরীদাস পণ্ডিত আর এক গোপাল অম্বিকা কালনা

নির্মল গোস্বামী

বর্তমানে শিয়ালদা–বহরমপুর লাইনে বহরমপুরের কাছাকাছি মুড়াগাছা স্টেশন। এই মুড়াবগাছার আশেপাশে তৎকালীন শালিগ্রাম বলে এক গ্রাম ছিল। এই গ্রামেই বাস ছিল কংসারি মিশ্র নামে এক সৎ ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণীর নাম কমলাদেবী। কমলা দেবীর গর্ভে জন্ম নিল একে এক ছয় সন্তান। দামোদর, জগন্নাথ, সূর্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস এবং নৃসিংহচৈতন্য। এনারা ছিলেন রাঢ়ী শ্রেণি বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। মূল পদবী ছিল ঘোষাল, পরে সরখেল হয়। কারণ আমরা পরে জানতে পারছি যে মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ বাংলাদেশে এসে সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করে খড়দহে শ্রীপাঠ স্থাপন করেছিলেন। এই সূর্যদাস সরখেল হলেন আমাদের আলোচ্য গৌরীদাসের অগ্রজ। গৌরীদাসের জন্ম হল ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে। অর্থাৎ গৌরাঙ্গের সম বয়সী। গৌরীদাস ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অন্তর্মুখী। যৌবনে ঘরমুখী না হয়ে আরও বেশি করে সাধনমুখী হলেন। একদিন অগ্রজ সূর্যদাসের অনুমতি নিয়ে শালীগ্রাম ছাড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে বর্ধমানের অম্বিকায় গঙ্গাতীরে এসে বসতি স্থাপন করলেন।

পূর্বে পর্বে উল্লেখ করেছি যে চৈতন্য নিত্যানন্দ লীলা অনুধাবন করতে হলে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। কারণ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের লীলা পরিকরগণ প্রায় সকলেই কলিতে গৌরাঙ্গ লীলার সঙ্গী হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ লীলার যারা সঙ্গী ছিলেন তাদের চার ভাগে ভাগ করা হয়। সখা, সুহৃদ, সহচর আর নর্মসহচর। এই চার শ্রেণির মধ্যে নর্মসহচরগণ ছিলেন সব থেকে কাছের মানুষ। দ্বাপরে সুবল ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের নর্মসহচর। এখনকার ভাষায় ব্যক্ত করতে হলে বলতে হয় যে শ্রীকৃষ্ণের এই নর্মসহচরগণ ছিলেন সব থেকে এমপাওয়ারমেন্ট গ্রুপ। সুবল ছিলেন সেই এমপাওয়ারমেন্ট গ্রুপের প্রধান। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পরিকর শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলকান্তমণি' গ্রন্থে এই তথ্য পাওয়া যায় যে শ্রীকৃষ্ণের নিভৃত নিকুঞ্জে কোন পুরুষদেহীর প্রবেশ অধিকার ছিল না। কিন্তু সুবলের অবাধ যাতায়াতের ছাড়পত্র ছিল। সেই কৃষ্ণসখা সুবল এবার গৌরীদাস পণ্ডিত হয়ে অম্বিকা–কালনায় গঙ্গাতীরে বসবাস করতে লাগলেন। সঙ্গী ছিল দামোদর রূপী শালগ্রাম শিলা। সুবলই যে গৌরীদাস তার বহু প্রমান পাওয়া যায় বৈষ্ণব সাহিত্যে। এখানে কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেনের লেখায় পাই 'সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিত'। বৈষ্ণবাচারে দর্পণে পাই 'সুবল গোপাল কৃষ্ণপ্রিয় সুবিদিত/এবে গৌরীদাস পণ্ডিত/হেন ভাগ্যবান আর নাহি কোন ঠাঁই/অদ্যাবধি যায় গৃহে চৈতন্য–নিতাই/...।

পূর্বের সুবল যিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া নর্মসখা সেই তিনি এবার গৌরীদাস পণ্ডিত। অম্বিকায় গঙ্গাতীরে বসবাস করেন। নিত্য পূজিত দামোদর, শালগ্রাম শিলাই তাঁর সঙ্গী। তিনি শালীগ্রাম থাকার সময়ই লোকমুখে গৌরাঙ্গের কথা শুনেছিলেন। সেই থেকে এক অদৃশ্য প্রাণের টান অনুভব করতে থাকেন। তাই তো তিনি নবদ্বীপের কাছাকাছি স্থানে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শান্তিপুর নবদ্বীপ থেকে প্রচুর লোকের আনাগোনা ছিলে অম্বিকায়। লোক মুখে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ লীলার খবর গৌরীদাসের কর্ণে এলেও তিনি নিজে থেকে গৌরাঙ্গের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন না। মনে ভাবলেন প্রভু যদি আমাকে ভুলে না যায়, তাহলে নিজে থেকেই আমার কাছে আসবেন– এই আশায় দিন গুনতে থাকলেন।

ওদিকে নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রতিদিন সংকীর্তনের আসরে মহাপ্রভু নিত্য নতুন লীলা বিলাস করছেন। কাছের জনদের ডেকে ডেকে লীলা সঙ্গী করছেন। বোধহয় একদিন সুবলকে প্রভুর মনে পড়ল। তাই কাউকে কিছু না বলে একদিন মহাপ্রভু একাই শান্তিপুর থেকে হরিনদী পার হয়ে কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের কাছে এলেন। তিনি বললেন শান্তিপুর থেকে নৌকায় হরি নদী পার হয়ে তোমার কাছে এলাম। যে বৈঠা দিয়ে আমি হরি নদী পার হয়েছি সেই বৈঠা তোমাকে দিলাম। তুমি এবার জীবগণকে ভবনদী পার করাও। প্রভু গৌরীদাসকে বক্ষে আলিঙ্গন করলেন। ভক্ত–ভগবানের মিলন সম্পন্ন হল। এরপর মহাপ্রভু

পর্ব–২

গৌরীদাসকে সঙ্গে করে নবদ্বীপে আনলেন। গৌরীদাসকে নিয়ে অদ্ভুত লীলায় মগ্ন হলেন প্রভু। গৌরাঙ্গ প্রভু হরিদাসকে নিজ হাতে তালপাতায় লেখা গীতার অনুলিপি একটি দিলেন। গৌরী পণ্ডিত কালনায় ফিরে এসে প্রভুর সঙ্গ সুখে বিভোর হয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে তালপাতার গীতাখানি পড়েন, কখনও বক্ষে চেপে ধরে মহাপ্রভুর সঙ্গ সুখ অনুভব করেন। এইভাবেই দিন যায়, বছর যায়?

মহাপ্রভু তত দিনে সন্ন্যাস নিয়েছেন। এবার শ্রীক্ষেত্রে যাবার আগে গৌর–নিতাই দুইভাই একসঙ্গে কালনায় পণ্ডিতের বাড়ি এলেন। মহাপ্রভুর মুণ্ডিত মস্তক গৌরিক বেশ দেখে পণ্ডিত দুঃখ পেলেন। দুই ভাই কয়েকদিন থাকলেন পণ্ডিতের বাড়িতে। এদিকে প্রভুর চলে যাবার দিন যত আসতে থাকল পণ্ডিত বিরহ বোধে ততই অস্থির হয়ে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সুবলসখার মনোভাব বুঝতে পারলেন। তিনি পণ্ডিতকে নবদ্বীপ থেকে নিমকাঠ এনে মূর্তি তৈরি করতে বললেন। কাঠ এলো গৌর–নিতাইয়ের মূর্তি তৈরি হল। সিংহাসনে বসিয়ে মূর্তির অভিষেক করলেন স্বয়ং অদ্বৈতাআচার্য। চৈতন্যদেব পণ্ডিতকে বললেন, তুমি যখনই আমায় প্রসাদ নিবেদন করবে আমি প্রত্যক্ষভাবে তা গ্রহণ করব।

জনশ্রুতি আছে যে একদিন পণ্ডিত পূজায় বসে দেখেন যে রক্তমাংসের গৌর–নিতাই মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ দেখলেন সিংহাসনে কাঠের মূর্তি প্রাণ পেয়ে সিংহাসন থেকে নেমে বারান্দায় গেল আর সচল মূর্তি দ্বয় সিংহাসনে উঠে স্থির অচল হল। এই ঘটনা কয়েক বার ঘটালেন মহাপ্রভু ভক্তকে আশ্বস্ত করার জন্য।

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পুরীতে মহাপ্রভু অপ্রকট হলেন। তখন নানা দেশ থেকে ভক্ত সমাগম হতে লাগল কালনায় গৌরী পণ্ডিতের শ্রীপাটে। এখানকার বিগ্রহের মহিমার কথা লোক মুখে ছড়িয়ে পড়ে ছিল। মহাপ্রভুর অদৃশ্যের খবর পেয়েই পণ্ডিত মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পুজোপাঠ–ভোগরাগ করেন। যদি মূর্তি এখান থেকে চলে যায় তার ভয়ে। ফলে ভক্তগণকে দর্শন না করেই ফিরে যেতে হয়। ১৫৪২ খ্রিঃ নিত্যানন্দও প্রেম বিতরণের কাজে ক্ষান্ত দিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন।

এদিকে ক্রমাগত ভক্তদের কাতর আবেদন পেয়ে নিত্যানন্দ পত্নী গৌরীদাস পণ্ডিতের ভাইঝি মা জাহ্নবা দেবী এলেন কালনায়। তিনি ভক্তদের আকুলতার কথা বললেন। তখন ঠিক হল মন্দিরের পাঁচটি দরজার মধ্যে তৃতীয় দরজাটি মুহূর্তের জন্য খেলা হবে বিগ্রহ দর্শনের জন্য। আবার তা বন্ধ হবে। ভক্ত যতবার ইচ্ছা দর্শন করতে পারবে কিন্তু একটানা নয়। বৃন্দাবনের বাঁকে বিহারী মন্দিরেও এই রকম প্রথা আছে। বৃদ্ধ বয়সে পণ্ডিত তাঁর প্রিয় শিষ্য হৃদয় চৈতন্যের হাতে দেবালয় ও শ্রীপাটের ভার অর্পণ করেন। পানিহাটির দণ্ডমহোৎসবের নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌরীদাস পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতের শ্রীপাঠ এখন বৈষ্ণবদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

ফরওয়ার্ড ব্লক ও বিজেপিতে ধস

অভীক মিত্র : মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কনভেনার প্রভাত চ্যাটার্জী, দুবরাজপুর শহর সভাপতি সন্দীপ আগরওয়াল, গ্রামীণ মন্ডল সভাপতি সাধন ধীবর সহ তিরিশজন কার্যকর্তা ও পদাধিকারী। আগামীদিনে বোলপুরে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করবেন বলে জানান প্রভাত ও সাধন। রবিবার বিকালে বোলপুর তৃণমূল কার্যালয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করলো বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চা জেলা সভাপতি শেখ সামাদ। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বহুজন মহাপার্টির প্রার্থী ইবনে রসুল, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক ট্রেড ইউনিয়ন জেলা সম্পাদক শম্ভু সিং,বীরভূম জেলা কমিটি সদস্য হিমেল ইব্রাহিম সহ ফরওয়ার্ড ব্লকের শতাধিক নেতা কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগ দিলেন রামপুরহাটে। তাদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিস ব্যানার্জী। লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহের হাত ধরে বিজেপির শতাধিক নেতা কর্মীসমর্থক তৃণমূলে যোগদান করলেন লাভপুর ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিসে। লাভপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী, অঞ্চল সভাপতি টোটন চক্রবর্তী, লাভপুর এক নং অঞ্চলের উপপ্রধান তথা লাভপুর ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি সালাম সেখ সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফসল তুলতে সচেষ্ট সিপিএম

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: কেউ নিজেদের মধ্যে কোন্দল করে মরবে আর মাঝখান থেকে সুযোগ বুঝে বাজিমাত করবে অন্য কেউ।আসন্ন পুরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এমনই প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে। রাজ্যের শস্যগোলা হিসেবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলায় এই মুহূর্তে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দাপট সর্বজনবিদিত। একইসাথে এই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথাও অবশ্য অনেকেরই অজানা নয়। এদিকে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সিপিএম আসন্ন পুরনির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনসমর্থন পুষ্ট করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে সামগ্রিক পরিস্থিতির নিরিখে সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্ব পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে মোট ৬টি শহরেই আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে জয়লাভের বিষয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। যদিও জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টি স্বীকার তো করেইনি, উল্টে আসন্ন পুরনির্বাচনে সর্বত্র বিরোধীদের নিশ্চিত পরাজয়ের কথাই বলেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, দাঁইহাট, মেমারী এবং গুসকরা শহরে পুরসভা নির্বাচন আসন্ন। করোনা পরিস্থিতি সহ নানা কারণে এবারে সর্বত্র যথেষ্টই দেরিতে সংঘটিত হতে চলেছে পুরভোট।পুরনির্বাচনের নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরে পুরসভাগুলি বর্তমানে প্রশাসকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।পূর্ব বর্ধমান জেলায় সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বর্ধমান এবং গুসকরা পুরসভায়।প্রায় সাড়ে তিন বছরের ব্যবধানে এই দুই শহরে পুরসভা নির্বাচন হতে চলেছে।সর্বশেষ পুরসভা নির্বাচনে এই জেলার মোট ৬টি শহরের মধ্যে ৫টিতেই তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করেছিল। একমাত্র দাঁইহাটে পুরবোর্ড গঠন করেছিল সিপিএম।যদিও টানটান উত্তেজনায় সিপিএমের পাঁচ কাউন্সিলরের দলবদলের নাটকের মধ্য দিয়ে মাঝপথেই সেই পুরবোর্ড

বর্ধমান

ছিনিয়ে নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস এবং পুরচেয়ারম্যানের পদে বসেন শিশির কুমার মণ্ডল।এভাবে একটি নির্বাচিত পুরবোর্ডের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনার পর জনমানসে তার বিরূপ প্রভাব পড়েছে।২০১৯ সালে লোকসভা এবং ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে দাঁইহাট পুরসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছিল।দুই ক্ষেত্রেই দাঁইহাটে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন।সেই অভাবনীয় ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না।বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ব্যাপক জনরোষের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশেই দাঁইহাট এবং কাটোয়া শহরে ঘাসফুলের প্রার্থীদের নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল।সেইসব ভোটের ফলাফল এবারের পুরভোটের মুখেও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে যে ফের ভাবিয়ে তুলেছে তা চারিদিকে সাধারণ মানুষের আলোচনায় কান পাতলে এবং ফেসবুক পেজে চোখ রাখলেই বেশ বোঝা যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের সম্পাদক সৈয়দ হোসেন বলেন, মানুষ সর্বত্র ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রশাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ।মানুষ যদি তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে তাহলে কোথাও তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করতে পারবে না।আমাদের লক্ষ্য, মানুষের নানাবিধ নাগরিক পরিষেবার দিকটি সুনিশ্চিত করা।আসন্ন পুরনির্বাচনে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা।সেজন্য সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলতে আমরা প্রস্তুত।তিনি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে ওরা মারপিট করছে, দাঙ্গা করছে, বোমবাজি করছে।মানুষ এতে বীতশ্রদ্ধ হচ্ছে।জনজীবনে এর প্রভাব পড়ছে।মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইছে।মানুষের প্রতি আমাদের আস্থা, বিশ্বাস আছে।তারা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সত্যকে চিনে নিতে পারবে।

জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিত দাস বলেন, আমরা সকলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে দল করি। আমাদের কাছে নেত্রী ও দলের প্রতীক শেষ কথা বলে। কোথাও আমাদের দলে যে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই তা সাম্প্রতিক কালের নির্বাচনগুলিতে প্রমাণিত হয়ে গেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের জেলায় ১৬টি কেন্দ্রের সবক'টিতে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে। সামনের পুরসভা নির্বাচনেও সিপিএম, বিজেপি সহ বিরোধীরা কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না। আমরা বিভেদের রাজনীতিতে নেই, উন্নয়নে বিশ্বাস করি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের উন্নতি করছেন তাই মানুষও তাঁর পাশে রয়েছেন।আসন্ন পুরসভা নির্বাচনেও জেলার সর্বত্র মানুষের আশীর্বাদে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে এই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে।আসন্ন পুরভোটে শস্যগোলায় কে বাজিমাত করে এখন সেটাই দেখার।

সচেতনতামূলক প্রচার

অভীক মিত্র : করোনার বাড়বাড়ন্তর জন্য ইতিমধ্যেই বীরভূম সবকটি পুর শহরে আংশিক লকডাউন চলছে, জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি এবার পথে ভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক প্রচার করলো বীরভূম পথ প্রদর্শক নাগরিক মঞ্চ। মঙ্গলবার বিকালে সাঁইথিয়ার বিভিন্ন মোড়ে পথগানের মধ্য দিয়ে পথচলতি মানুষদের সচেতনতামূলক পাঠ দিলেন। এছাড়াও তারা সবজি বাজার এও এই প্রচার চালাবে বলে জানানো হয়। আর সেই গান পরিবেশন করলো ক্ষুদে দুই শিল্পী। ভুবন বাদ্যকরের কাচা বাদাম গানের সুরে দশ বছরের আর্য সিনহা ও আমরা করবো জয় গানের সুরে আট বছরের সৃজনী ঠাকুর – এই দুই শিল্পী সচেতনতামূলক পাঠ দেন শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে, যেখানে মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার অনুরোধ ও স্যানিটাজার ব্যবহার করার কথা তুলে ধরা হয়েছে গানের মধ্য দিয়েই । সংস্থার পক্ষ থেকে ও সাঁইথিয়া থানার উদ্যোগে পথচলতি মানুষদের মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণও করা হয়। সোহিনী কর্মকার বলেন, আমরা জনতা কার্ফুর দিন থেকেই পথে নেমে কাজ করেছি যেকোনো পরিস্থিতিতে আমরা মানুষের পাশে থাকতে বদ্ধ পরিকর।

ক্ষোভের মধ্যে পড়ে গ্রাম ছাড়লেন এমপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজের সংসদীয় ক্ষেত্রে নির্মীয়মান একটি ব্রিজের কাজ পরিদর্শন করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের তুমুল ক্ষোভের মধ্যে পড়ে তড়িঘড়ি এলাকা ছাড়তে বাধ্য হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ সদস্য সুনীল কুমার মণ্ডল।গত বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মালঙ্গা গ্রামে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গেছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ডিসেম্বরে এই সুনীল কুমার মণ্ডল বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন।তারপর গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় নিজের সংসদীয় এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারে গিয়ে চাঁচাছোলা ভাষায় ও বেফাঁস মন্তব্যে তৃণমূল কংগ্রেস সহ শীর্ষ নেতৃত্বকে আক্রমণ করে তীব্র সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন।যদিও বিধানসভা নির্বাচনের পর সুনীল কুমার মণ্ডল ফের ঘাসফুল শিবিরে ভিড়ে গেলেও অবশ্য এই এম পি বিভিন্ন সময়ে জানিয়েছেন যে তিনি কখনও তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়েননি।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাটোয়া ২ নং ব্লকের দেয়াসীন এবং মালঙ্গা গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ব্রহ্মাণী নদীর ওপর কংক্রিটের একটি ব্রিজ তৈরির কাজ চলছে।স্থানীয় সংসদ সদস্য সুনীল কুমার মণ্ডলের এলাকা উন্নয়ণ তহবিলের ২ কোটিরও বেশি বরাদ্দকৃত অর্থে ২০১৮ সালে ওই ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল।কিন্তু নানান টালবাহানায় মাঝেমধ্যেই ব্রিজের কাজ থমকে যাচ্ছে।যা নিয়ে নদীর দুই পাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।বুধবার দুপুরের পরপরই সুনীল কুমার মণ্ডল কয়েকজন আধিকারিক সহ নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে ওই ব্রিজের কাজ পরিদর্শন করতে এসেছিলেন।কিন্তু, দীর্ঘদিন পর তাঁকে এলাকায় দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন।ক্ষোভের মাত্রা এতটাই চরমে

ছিল যে বাসিন্দাদের অনেকেই তেড়েফুঁড়ে উঠে তাঁকে উদ্দেশ্য করে কুকথা বলার পাশাপাশি চোর অপবাদও দিয়েছিলেন।পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সুনীল কুমার মণ্ডল দ্রুত ওই এলাকা ছেড়ে চলে যান।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই ব্রিজ তৈরির কাজের জন্য এলাকার অনেকেই মজুরিবাবদ বহু টাকা পাবে। এলাকার সংসদ সদস্য সুনীল কুমার মণ্ডল সেই বকেয়া টাকার বিষয়টি জানা সত্ত্বেও সেটা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি।শুধু তাই নয়, কাজে অযথা ঢিলেমি এবং ব্রিজের জন্য নিম্নমানের সামগ্রীও ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এদিনের ঘটনা ও অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে এমপি সুনীল কুমার মণ্ডলের মোবাইলে কল করলেও তিনি ফোনকল রিসিভ করেননি। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাপতি দেবু টুডু মালঙ্গা গ্রামের সেদিনের ওই ঘটনাকে অপ্রীতিকর এবং অনভিপ্রেত বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, একজন সাংসদকে তাঁর এলাকার উন্নয়ণের কাজ দেখতে গিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হলে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।শুনেছি ব্রিজের কাজ করে মজুরিবাবদ বকেয়া টাকার জন্য নাকি এলাকার বাসিন্দারা সাংসদ সুনীল মণ্ডলকে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।তবে, ওই ব্রিজ নির্মাণের জন্য মজুরি বা অন্যান্য বাবদ টাকা যদি বকেয়া থাকে সেটা মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও সাংসদের উদ্যোগ নেওয়াটা জরুরি।এবিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেব।

ভোট পিছলেও চন্দননগরে প্রচারে খামতি নেই

মলয় সুর : এ যেন দোরগোড়ায় এসে পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া। অনেকটা তেমনই অবস্থা চন্দননগরের বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের। এ অবস্থায় মানছে না শাসক বিরোধী কেউ, সকলেরই এককথা। আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। তাই বিধি মেনে যতটা সম্ভব ততটাই করছি। চন্দননগর পুরনিগমের ভোট ২২ জানুয়ারি বদলে পিছিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন করেছে। ভোট পিছিয়ে যাওয়ায় প্রচারে কিছুটা সুবিধা মিলবে বলে বুঝিয়ে দিয়েছে সব পক্ষ। এদিকে বিজেপির ১ নম্বর ওয়ার্ডে গোপাল চৌবের দাবি ওমিক্রনের তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলায় মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে তারাই আগে ভোট পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল। চন্দননগর পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এবারে প্রথমবার বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন তরুণ তুর্কী ৪৫ বছরের গোপাল চৌবে। তিনি চন্দননগর মণ্ডলের সাংগঠনিকভাবে সাধারণ সেক্রেটারি। এখানকার নিকাশিনালা ও সাফাই নিয়ে মানুষের প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে। এখানে বর্ষায় নিকাশি নালার নোংরা জল অনেকের বাড়িতে ঢুকে যায়। গোপালবাবু বলেন, ওয়ার্ডের বিষহরি পশ্চিমপাড়া দিয়ে যাওয়া চন্দননগরের মূল নিকাশি গড়ের বেশ কিছুটা অংশ সংস্কার হয়নি। এর ফলে ওই এলাকায় বর্ষায় বাঁশের ব্রিজ সংলগ্ন জলাজমিতে কাঁচাবাড়িগুলি জলমগ্ন হওয়ার সমস্যা। এখনও পিছু ছাড়েনি। গড় সংলগ্ন এলাকা এবং কিছু নিচু জায়গার জল জমে এখনও। সেই জমা জল সরতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। এবার তিনি নির্বাচিত হলে। প্রথমত স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ নিয়ে পুরসভায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই ওয়ার্ডে ৬৫০০ ভোটার এবং ৭টি বুথ রয়েছে। প্রতিটি বুথ ভিত্তিক সমস্যার সমাধান হবে। একটি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়। সেই অসম্পূর্ণ স্টেডিয়াম গড়ে তোলা। সেখানে যাতে ছোটরা খেলাধুলা করে ফরাসি শহরের মান উন্নয়ন করে। বর্তমানে সেখানে সমাজ বিরোধী ও দুষ্কৃতীদের আড্ডা। একাধিক পুকুর আবর্জনায় মুখ ঢেকেছে। এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ। এই ওয়ার্ডে বেশ কয়েকটি কলোনী আছে। তার কোনও উন্নয়ন হয়নি। সংকীর্ণ রাস্তা। বেশ কিছু জায়গায় সিমেন্টের রাস্তাঘাট পাকা হয়েছে। আবার কোনও রাস্তা শুধু তাপ্পি দিয়ে চলেছে। সেখানে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে পাথর বেরিয়ে পড়েছে।

শাসকদলের পুরবোর্ড থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি নিতে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা গরিবদের কাটমানি দিতে হয়েছে। এই গরিব নিম্নবিত্ত ও গৃহহীনদের বাড়ি পেতে উদ্যোগ নেবেন। তাঁর সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট শংকর পাল। গোপালবাবুদের আদিবাড়ি উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে। ফরাসি উপনিবেশ এই শহরে বহুবছর ধরে বসবাস করছেন। সিন্ডিকেট মুক্ত গড়ে তোলা। করোনা পরিস্থিতির বিধিনিষেধ শিথিল হলে তাঁর ওয়ার্ডে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও নিশিথ প্রামাণিককে নিয়ে পথসভা করবেন। তবে তাঁর অনুরোধ এ শহরের বাসিন্দারা বাম-ডান সব দলকেই দেখেছেন। এবার তাহলে শহরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা একবার গেরুয়া শিবিরকে দেখুন। ওই ওয়ার্ডে সংযুক্ত নাগরিক কমিটি মনোনীত সিপিআই(এম)প্রার্থী হয়েছেন কমরেড চিন্ময় বিশ্বাস। গত পুর নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী জয়ন্ত প্রসাদ চ্যাটার্জী মাত্র ১৭ ভোটে তৃণমূলের জয়ন্ত দে সরকারকে পরাজিত করেন। চিন্ময় বাবু বলেন, নাগরিক পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ যথেষ্ট রয়েছে। শহর আধুনিক হলেও নিকাশি এবং সাফাইয়ের উন্নতি হয়নি। জঞ্জাল অপসারণের ব্যবস্থা আধুনিক নয়। রাস্তার ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে আবর্জনা। সেই জঞ্জাল মেশে নিকাশি নালায়। প্রায় সাড়ে তিন বছর পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ার পরে পুর পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়রানি হতে হয়েছে। পুরসভায় বহু আবেদন-নিবেদন ও নিকাশি সমস্যার সুরাহা হয়নি। তিনি ১৯৮৪ সালে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েতে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার হিসাবে চাকরি করেন। পরে ১৯৮৫তে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে যোগ দেন। ব্যাঙ্কের কর্মচারী হিসাবে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য থেকে বর্তমানে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি। অতি সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর পুত্র অভ্রময় বিশ্বাস রেড ভলান্টিয়ার। এই কঠিন পরিস্থিতিতে যাঁরা নিয়ম করে করোনায় মানুষের পাশে থাকা। ২০২০-২১ সালে রেড ভলান্টিয়াররা ৮৫০ জনকে নিয়ম করে পরিষেবা দিয়েছেন। এই শহরে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ও ভাল ডাক্তার নেই। প্রত্যাশা পূরণে মূল সমস্যা পশুদের কবর স্থান দরকার। চিন্ময়বাবুর অভিযোগ, বিরোধীদলের জনপ্রতিনিধি থাকার কারণে গতবার যে কোনও প্রকল্পের কাজই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন পাপিয়া সিংহ রায়। তিনি একজন গৃহবধূ। ২০১০ সালে প্রথম মহিলা ওয়ার্ডে সিপিএমের প্রভাতী বিশ্বাসকে ৫৬০ ভোটে পরাজিত করেন। চন্দননগরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে এই ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা দেন। এখানে ৩টি উদ্বাস্তু কলোনী রয়েছে। যেমন সত্যনারায়ণ কলোনী, মদনমোহন কলোনী ও কালাচাঁদ কলোনী। এখানে পাকা রাস্তা, নর্দমা নেই। সেই নতুন প্রকল্পের সমস্যার সুরাহা করার চেষ্টা করব। গড় সংস্কার করা, কলাবাগানের কাছেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা, হাটিবার গোডাউনে কমিউনিটি হল তৈরি করা। তৃণমূলের বিকল্প কোনও দল নেই। এই আদর্শে ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে।

ডোমজুড় বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া ডোমজুড় থানার অন্তর্গত ডোমজুড় প্রাচ্য ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে (জে.ডি.আই স্কুল মাঠ) ১৬তম ডোমজুড় বই মেলা। করোনা মহামারির কথা মাথায় রেখে থাকছে বিশেষ সুরক্ষা। প্রতি বছর বইয়ের স্টলের পাশাপাশি থাকে খাবারের স্টল, অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবছর এই বইমেলা ২৯ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত চলবে।

আর্সেনিকের

প্রথম পাতার পর

চাষের কাজে ভূগর্ভস্থ জলকে ব্যবহার করার ফলে উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমের মানবদেহে আর্সেনিকের অনুপ্রবেশ ঘটছে দৈনন্দিন।' তিনি আরও বলে, 'আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দুহাজার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। আর নদী, বিল, বাঁওড় ইত্যাদি থেকে প্রায় দু হাজার (২০০০) বর্গ কিমি মিষ্টি জলের উৎস আছে। কিন্তু সরকারি পরিকল্পনার অভাবে আজ প্রাকৃতিক এই উৎস কার্যত অব্যবহৃত হয়ে আছে। ইদানিং গঙ্গাজলকে পরিশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই উদ্যোগ দ্রুত প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নদী, খাল, বিল, বাঁওড় ইত্যাদির জলকে পরিশোধনের ব্যবস্থা করা হলে, ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার হ্রাস পাবে। এমনটা হলে আর্সেনিকের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জনজীবন।'

গণেশ চন্দ্র শ্যামল রামকৃষ্ণলোকে

রবীন্দ্রনাথ দলুই : মৃদু ও মিষ্টভাষী আলিপুর আদালতের বরিষ্ঠ আইনজীবী গণেশ চন্দ্র শ্যামল আর আমাদের মধ্যে নেই। ১৯৪৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার নামখানা থানার অন্তর্গত দ্বারিক নগর গ্রামে উনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অচিন্ত্য কুমার শ্যামল ও মাতার নাম রাধারানি দেবী। গণেশবাবু তাঁর স্ত্রী সরমা শ্যামল ও দুই পুত্র সুপ্রতীক (কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট) ও সুচন্দন শ্যামল ও অগণিত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও গুণমুগ্ধ হিতৈষী জনকে রেখে তিনি ৯ জানুয়ারি রাত ৮-৩০ মিনিটে প্রায় ৭৫ বছর বয়সে রামকৃষ্ণলোকে গমন করেন। সর্বজনপ্রিয় এই আইনজীবী তাঁর সকল সহ আইনজীবী, সকল মক্কেলসহ আদালতে অন্যান্য বরিষ্ঠ সকল আইনজীবীদের কাছে প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালে গণেশবাবু আলিপুর আদালতের বরিষ্ঠ ও বিশিষ্ট আইনজীবী স্বর্গত বিনয় কুমার শাসমলের অধীনে আইনজীবী হিসাবে কাজশুরু করেন। প্রায় ৫০ বছর সুনামের সঙ্গে আইন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে তিনি আকস্মিকভাবে বেশ কিছুদিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। গণেশবাবু কর্মজীবনে চূড়ান্ত সাফল্যের চূড়ায় ওঠার পর আলিপুর আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনে সহ সম্পাদক ও পরে বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মনোনীত হন। তাঁর অসংখ্য সুযোগ্য জুনিয়র আইনজীবী আজ বিভিন্ন আদালতে সুনামের সঙ্গে আইন পেশায় যুক্ত আছেন।

কলাপাতার মাস্ক, ভাইরাল হল ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাস্ক নেই, রাস্তায় বেরোলে পুলিশ ধরবে। তাই পুলিশের থেকে বাঁচতে কলাপাতা দিয়ে মাস্ক বানিয়ে পরলেন এক ব্যক্তি। জীবনতলার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিলেন বাজার করতে। শুনলেন বাজারে পুলিশ আছে, মাস্ক পরীক্ষা করছে। তাই রাস্তার পাশে একটি কলা গাছ থেকে এক টুকরো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সুতো দিয়ে লাগিয়ে দেন নিজের নাকে-মুখে। যা দেখে হতবাক জীবনতলা থানার ওসি সমরেশ ঘোষ। কলাপাতা পরা মাস্ক এর ছবি ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা বাজার এলাকায়।

জেলায় বাড়ছে করোনা। বিধিনিষেধ নিয়ে তাই অত্যন্ত সক্রিয় পুলিশ। মুখে মাস্ক না দেখলে চলছে পুলিশি ধরপাকড়। এদিন সকাল থেকে করোনা প্রতিরোধে সক্রিয় ছিলেন জীবনতলা থানার পুলিশ। থানা এলাকার বিভিন্ন মোড়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মাইকিং, মাস্ক প্রদান এমনকী

পুলিশের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করায় বেপরোয়াদের গ্রেফতার করে জীবনতলা থানার আধিকারিকরা।

জীবনতলা-ধুড়ি রাস্তার উপর তখন পুলিশি ধরপাকড় চলছে। উপস্থিত রয়েছেন স্বয়ং জীবনতলা থানার ওসি সমরেশ ঘোষ। মাস্ক খুড়ি কলাপাতা মুখে ঢেকে সাইকেল নিয়ে সেই রাস্তায় দেখা গেল এক ব্যক্তিকে। তাঁকে দেখে প্রথমে তো বাকরুদ্ধ হয়ে যায় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি জানান তাঁর নাম নাসিম সেখ। বাবার নাম খয়রুল সেখ। বাড়ি জীবনতলা থানা এলাকারই মেহেরগড়ে। কাজে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। তবে মাস্ক মুখে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। এদিকে সামনে পুলিশি ধরপাকড়। দেখে কী দিয়ে মুখ ঢাকবেন চিন্তা করতে থাকেন। তড়িঘড়ি রাস্তার পাশে কলাগাছ থেকে পাতা কেটে তাই দিয়ে মুখ ঢাকেন। সেটা পরে পুলিশের চোখ এড়িয়ে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন তিনি। পুলিশ তাঁর কাছে জানতে চাইলে নাসিম সেখ জানান, আশেপাশে কোনও মাস্কের দোকান নেই। পুলিশের ভয়েই তিনি কলাপাতার মাস্ক বানিয়ে পরে নিয়েছেন। যদিও এ যুক্তি ধোপে টেকেনি। পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে অবশ্য বেল বন্ডে সই করিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফ্লেক্স ছিঁড়লো মহিলা বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই ১২ নম্বর ওয়ার্ড চন্দননগর শহরের প্রাণকেন্দ্র। মহাশাসকের দফতর, আদালত, সংশোধনাগার, কানাইলাল স্কুল, চন্দননগর ডুপ্লেক্স কলেজ, ফরাসি মিউজিয়াম, গির্জা থেকে শুরু করে বহু দর্শনীয় স্থান এই ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে। এখানে পর্যটকদের আসা-যাওয়া লেগেই থাকে। এবারে এই ওয়ার্ডে সম্পূর্ণ মহিলাদের চতুর্মুখী লড়াই। এখানে লড়ছেন তৃণমূল প্রার্থী ঋতুপর্ণা সাউ মণ্ডল, সিপিএমের প্রার্থী মিনা শর্মা, বিজেপি প্রার্থী কিরণ অধিকারী এবং সিপিএমের মিনা শর্মা, বিজেপি প্রার্থী কিরণ অধিকারী এবং কংগ্রেসের প্রার্থী মিঠু বিশ্বাস। একসময় এই ওয়ার্ডে বিপ্লব বিশ্বাস তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। এবারে তারই স্ত্রী কংগ্রেসের টিকিট প্রার্থী হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে পুর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বড়বাজার এলাকায় বিজেপি প্রার্থী কিরণ অধিকারীর ফ্লেক্স, পতাকা ছিঁড়ে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কিরণ ২০০১ সাল থেকে ভারতীয় জনতা দলের সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করছেন। এখানে ভোটার রয়েছেন ৫,৭৬৪ জন। ওই নক্কারজনক ঘটনায় বিজেপির সমর্থকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। কে বা কারা এই জঘন্য কাজ করল তার তদন্ত শুরু হয়েছে। এমন কী হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এ বিষয় নিয়ে কিরণ দেবী চন্দননগর থানার আইসি সত্যেন পালকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেন। এরপর চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট অর্ণব ঘোষ ও নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়। যদিও ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন ওই জায়গা পরিদর্শন করেন। কিরণদেবী নাবালক থাকাকালীন বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। তারপর অতিকষ্টে পড়াশোনা করে আর্টস গ্র্যাজুয়েট হন। ভোটের প্রচারে কয়েকদিন আগেই রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা শীর্ষ নেতা দিলীপ ঘোষ ওয়ার্ডটি পরিদর্শন করেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

SOUTH TWENTY FOUR PARGANAS ZILLA PARISHAD

NOTICE

Auction Notice, bearing Memo no. **32/ZP/SSK-MSK dated 06.01.2022** has been published for disposal of old and obsolete NTB & other waste papers.
Last date 31.01.2022 till 2 pm.
For details please visit www.zps24pgs.wb.gov.in

Sd/-
District Nodal Officer (SSK-MSK)
South 24 Parganas Zilla Parishad

106/DICO/S 24 Pgs, Dt- 19.01.2022

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No.13, 22 January - 28 January, 2022

জয় হিন্দ

ঐ আসে

শ্রী সত্যরঞ্জন বক্সী

আজ নেতাজীর জন্মদিন। শুভ জন্মদিনে তাঁকে বারবার নমস্কার জানাই এবং নিবেদন করি তাঁর কাছে প্রাণের সবটুকু গ্লানি ও বেদনার ভার।

এক অব্যক্ত ব্যথা রয়ে রয়ে গুমরে মনে ওঠে, একটা প্রশ্ন বারবার মনের দরজায় হানা দেয়। এই আমার দেশ? এই নেতাজীর স্বপ্নের দেশ। এই তো ভারতভূমি, যার মাটি, জল, ফল, নদী, গিরি, মানুষ দেখে দেখে, নেতাজী তাঁর কৈশোর যৌবন প্রৌঢ় অবস্থায় আনন্দ-বিভোর ছিলেন। দেখে দেখে স্বপ্ন রচনা যেন তাঁর 'আঁখি না ফেরে'। তাঁর ধ্যান,জ্ঞান, সাধনা দেশের প্রতি কণায় সর্ব বিস্তৃতিতে ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে ''বসন্তের আনন্দের মতো'' এই সবটুকুই তিনি গ্রহণ করেছেন। এই সবটুকুই তাঁর প্রাণের ভিতরে লুট করেছেন, তাঁর স্বপ্নের সাধনার প্রয়াস অভিভূত করেছেন এর গৌরবে এবং দৈন্যে এর সুখে-দুঃখে আশায় আকাঙ্ক্ষায় তাঁর প্রাণের রাগিণী সহস্র সুরে বেজে উঠেছে। মা তুমি সুন্দরী, অশেষ ঐশ্বর্যশালিনী সুন্দরী। এই সোনায় গড়া তাঁর মাতৃভূমিকে কল্পনার মতো সুন্দর করে তুলবার জন্য একদিন শীতে অন্ধকারে নেতাজী নিষ্ক্রান্ত হলেন। সে আজ ২৮ বৎসর আগের কথা, এক অব্যক্ত আহ্বান রব তাঁর কানে ডাক দিল।

তারপর ভারতের আকাশে মেঘের পেছনে মেঘ ছুটে চলল। চাঁদ আচ্ছন্ন হল। একদিন অন্ধকারে মধ্যরাত্রে মাতৃঅঙ্গ যখন খণ্ডিত হল, মায়ের ছেলেরা গৃহহারা হল, আমরা তখন গগন বিদীর্ণ করে আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠলাম। যে রক্ত প্লাবিত হল তার তুলনা ভারত-ইতিহাসেও বিরল। তারপর জয়ডঙ্কা শুরু হল; আদর্শ ভ্রষ্টতা, লোভ, দৈন্য, বিলাস-ব্যসন, বীভৎসতা, কালোবাজার- এক নৈরাজ্যবাদ অথবা বিকৃত জীবনবোধ আমাদের পেয়ে বসেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় এক ''সুন্দরী বীভৎসতা।''

নেতাজী তুমি কোথায়- কি চাও? জগৎবাসী তোমাকে দেখেছে কোহিমা ইম্ফল রণাঙ্গণে। তোমার বাণী শুনেছে সিঙ্গাপুরে।

''ঈশ্বরের নামে, যে মনীষীরা ভারতের জনগণকে এক জাতিতে সংঘবদ্ধ করেছেন তাঁদের নামে, বীরত্ব ও আত্মাহুতির জ্বলন্ত ঐতিহ্যধারা সৃষ্টি করেছেন যে শহীদবৃন্দ তাঁদের নামে, আমরা ভারতীয় জনগণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের আঘাত হানবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।''

''সমগ্র জাতির, জাতি ও দেশের প্রত্যেক অংশের সুখ ও সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত।'' উন্মুক্ত করার শপথ তিনি গ্রহণ করলেন, উড্ডীন হল জাতীয় পতাকা। রক্তস্নানে ভারতমাতা তুষ্ট হলেন, রচিত হল এক বীরগাথা যা পরাজয় মানে না, পরাভব স্বীকার করে না। মৃত্যুকে অমৃতত্বে পরিণত করে রচিত হল এক আদর্শবাদের কাহিনী, যা যুগে যুগে সংগ্রামে, সংঘাতে, দুঃখে, কষ্টে যুগমানবাদের অন্তরে হয়েছে প্রতিভাত, অন্যায়কে করেছে পর্যুদস্ত। রচনা করেছেন মহত্তর ভবিষ্যতের ভিত্তি।

ভারতবাসী গাইল- জয়হিন্দ। জগৎবাসী শুনল নেতাজী জিন্দাবাদ। গগন বিদীর্ণ করে ভারতভূমি আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠল। ভারতবাসী পেল অমৃতের স্বাদ। জয়হিন্দ ধ্বনিতে ধ্বনিত হল কোটি কণ্ঠের স্বচ্ছন্দ মুক্তি। ভারতরাষ্ট্রে 'পরিবর্তন' অবশ্যম্ভাবী হল। সমঝোতার প্রলেপ মেখে ১৯৪৭ সালে ভারতে এক পরিবর্তন। মুক্তি রইল দূরাপহত। ভারতবাসীর মনের মণিকোঠায় জেগে আছে সেই নিরুদ্দেশ ভারতপথিক নেতাজী। সামনে বিরাট অজানিত ''দৃষ্টি পেরিয়ে যাওয়া দূর।'' এই অন্ধকারের যাত্রী চলেছেন নূতন ভারতসৃষ্টির ব্যাকুলতায়। ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন ঘটেছে। কালস্রোতের আবর্তন বিবর্তন দেখছি। নিরহঙ্কার ইতিহাস-পুরুষ রচনা করে চলেছেন মুক্তি সংগীত। তিনি চলেছেন চিন্তার দুঃসাহসে অনতিক্রান্ত প্রদেশে অসম্ভবের উদ্দেশ্য। ভারতের মহাসংগীতের সুরপতির কানে বাজছে কি? কোথায়, কোথায় সেই ভগীরথ যার প্রবল প্রাণের জাহ্নবীধারায় দেশ হবে অভিষিক্ত, জাতি হবে সঞ্জীবিত।

রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করেছিলেন। অগ্নিহোত্রী বিরাট পুরুষ তাঁর রুদ্রসাধনা করে চলেছেন। ''ঐ শোন তার গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উছলে। প্রলয় ঝঞ্ঝাবজ্রপাতের মৃত্যুভীষণ কল্লোল''। ২৮ বৎসর পূর্বে যিনি নিজেকে অন্ধকারে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর আলোর অভিষেক সুদূরপরাহত হতে পারে না। এ সাধনায় ব্যর্থতা নেই। নেই ক্লান্তি, নেই শ্রান্তি। তাঁকে দেখেছি প্রতি মুহূর্তে আত্মচেতনার পরিমণ্ডলে, আত্মবিশ্বাসে নীরব দৃষ্টিপাতে। বীরোচিত আত্মসন্তোষের সুনিশ্চিত মুদ্রণ। এ দৃশ্য না, এ তার জীবনদর্শন।- ঐ আসে, ঐ অতি ভৈরব হরষে। ঐ আসে নূতন বৈশাখ- দেখা যায় নূতন দেশ, নূতন জাতি, নূতন মানুষ। নেতাজী জিন্দাবাদ।

বানান মূলঅনুসারী। প্রথম প্রকাশ : 'ঋক', নেতাজী সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৩৭৫ থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সংকলিত।

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্বারা উদ্বোধন হল যাত্রা

ময়মনসিংহে যাত্রার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা

কক্স বাজারে পৌছল যাত্রা

শুধু ভারতের কথাই চিন্তা করুন

সুভাষচন্দ্র বসু

ইতিহাসের এই সংকটময় মুহূর্তে, যে-সময় আমাদের চোখের সম্মুখে ইতিহাস সৃষ্টি হইতেছে, আমাদের সর্বাধিক পরিমাণে প্রয়োজন দলের কথা। কিংবা সংকীর্ণ স্বার্থের কথা না ভাবিয়া ভারতের কথা এবং শুধু ভারতের কথাই চিন্তা করা উচিত। ভারতের মুক্তি সাধনায় নিবেদিত হইলে কোনো ব্যক্তি বা দলের কোনো স্বার্থত্যাগকেই বড়ো বলিয়া মনে করা উচিত নয়।

বিশ্বপরিস্থিতি এরূপ পরিবর্তনশীল যে কোনো কোনো মহলে চিন্তাশক্তি স্তব্ধ করিয়া ঘটনাস্রোতের সহিত ভাসিয়া যাইবার একটা প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে যাহা কিছু ঘটিয়াছে কিংবা ঘটিতেছে তাহা আকস্মিক প্রকৃতির নয় বরং তাহা সযত্ন-রচিত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ফল। আমাদের পক্ষে ইহা অনুমান করা মারাত্মক ভুল হইবে যে যেহেতু আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল স্বরাজ পাকা ফলের মতো আমাদের হাতের মুঠোয় আসিয়া পড়িবে।

দশদিন পূর্বে কলিকাতা ত্যাগ করার পর হইতে আমার ভিন্ন প্রদেশের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিনিধিদের সহিত মিলিত হওয়া ছাড়াও ভারতের বহু অগ্রগণ্য রাজনীতিবিদ্ ও নেতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহাদের সহিত আলোচনার সময় আমি ফরওয়ার্ড ব্লকের নীতি ও কর্মসূচি তুলিয়া ধরার চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে নিজে আলোকিত হইতে চাহিয়াছি। সর্বাঙ্গীণ মতৈক্যে পৌঁছিবার দাবি করিতে না পারিলেও আমি সানন্দ বিস্ময়ে দেখিয়াছি যে অনেক বিষয়ে মতৈক্য রহিয়াছে। ইহার ফলে আমাদের সম্মুখে যে কর্তব্য রহিয়াছে সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা লইয়া আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।

প্রথমত, অস্থায়ী জাতীয় সরকারের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি সম্মিলিত দাবি ব্রিটিশ সরকারের কাছে উপস্থাপনে আমাদের আর কালক্ষেপ করা উচিত নয়। এই উপলক্ষে ভারতীয় জনসাধারণ মিলিতকণ্ঠে দাবি উত্থাপন করিলে তাহা অপ্রতিরোধ্য হইবে। কোনোপ্রকার প্রতিশ্রুতির দ্বারা এমনকি এখন আংশিক ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারাও আমাদের প্রলুব্ধ হওয়া উচিত নয়, কারণ আমাদের সুস্পষ্ট ধ্বনি হইল : 'ভারতের জনসাধারণের হাতে সকল ক্ষমতা চাই।'

কেন্দ্রে একটি জাতীয় মন্ত্রীসভা সহ প্রদেশগুলিতেও জাতীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়া উচিত। স্বাভাবিকভাবেই শেষোক্ত মন্ত্রিসভাগুলির আনুগত্য থাকিবে পূর্বোক্ত মন্ত্রিসভার নিকট। অধিকন্তু তাঁহারা এই পরিবর্তনের সময় আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখিবেন এবং স্থায়ী হিন্দু-মুসলমান সমস্যার স্থায়ী মীমাংসার পথ পরিষ্কার করিবেন। আমার প্রত্যয় আছে যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের অতীত নয়। কিন্তু আমরা যদি বাস্তব ও সুস্পষ্ট প্রশ্নগুলিতে মনোনিবেশ করি এবং যে-সব প্রশ্ন তাত্ত্বিক কিংবা বিমূর্ত-প্রকৃতির সেগুলি লইয়া অহেতুক যদি আমাদের সময় কিংবা শক্তিক্ষয় না করি, তবেই ইহার সমাধান হইবে। যেখানেই অবিলম্বে হিন্দু ও মুসলমানদের সহযোগিতা সম্ভব তাহার ব্যবস্থা করিলে তাহা ভবিষ্যতে এইরূপ সহযোগিতার ক্ষেত্র অবশ্যম্ভাবীরূপে বিস্তার করিবে।

আমরা যদি এখনই কেন্দ্রে জাতীয় মন্ত্রীসভা গড়িয়া তুলিতে না পারি তাহা হইলে প্রদেশগুলিতে জাতীয় সরকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিব কিনা- ইহা এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নে আমার উত্তর হইল : ''হ্যাঁ''। বর্তমানের গতিশীল অবস্থায় স্বরাজ পাইবার পথে যদি কোনো বাধার সৃষ্টি হয়, তবে প্রদেশগুলিতে জাতীয় সরকার শুধু আভ্যন্তরীণ সম্প্রীতি রক্ষায় ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে না, কেন্দ্রে ক্ষমতা অর্জনেও বিশেষভাবে সহায়ক হইবে।

নাগরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্পর্কিত পরিকল্পনা লইয়াও আমাদের অগ্রসহ হওয়া উচিত। কিন্তু এই বাহিনী যে ব্রিটিশ সরকারের বাহিনী হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে তাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন। এই বাহিনীর কাজ হইবে আভ্যন্তরীণ শান্তি, সম্প্রীতি ও সদিচ্ছা বজায় রাখিতে সাহায্য করা, যাহাতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে যখন মনোনিবেশ করিতে হইবে সে সময় ভারতীয়রা অন্তর্বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি
সুভাষ-রচনাবলী ৬

নেতাজি-নজরুল কাননে শিলান্যাস

চট্টগ্রামে মাস্টারদার স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ভারতের মধ্যমগ্রামে শুরু হলো যাত্রা

ভারত জাগো

সুভাষচন্দ্র বসু

ইউরোপের ঘটনাবলী দ্রুত একটি সংকটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। হল্যান্ডে নাৎসী আক্রমণের যে সংবাদ আমাদের নিকট আসিছে তাহা জার্মানীর বর্তমান শাসকগণের দৃঢ় সংকল্প ও নিষ্ঠুরতার এবং দ্রুত কর্মক্ষমতার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে সম্ভবত নাৎসীদের স্ক্যান্ডিনেভীয় অভিযান ব্যতীত যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা আমাদের বিস্মিত করে নাই; বস্তুত প্রকৃত ঘটনাবলী বহুল পরিমাণে আমাদের বিচার বিশ্লেষণকে সমর্থন করিয়াছে।

১৯৩৮-এর অক্টোবরে আমরা প্রকাশ্যে ইউরোপে আসন্ন যুদ্ধ-সংকটের কথা বলিতে আরম্ভ করি। ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জলপাইগুনি অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে এই চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটে এবং এই প্রস্তাবে ভারতের জাতীয় দাবি সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দিবার কথা বলা হয়। ১৯৩৯-এর মার্চে ত্রিপুরী কংগ্রেসে জলপাইগুড়ি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় কিন্তু ইহা অসৌজন্যের সহিত প্রত্যাখ্যাত হয়। সে-সময় ইহা গৃহীত হইলে সরকারের নিকট চরম পত্র দেওয়া হইত, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের প্রস্তুতি আরম্ভ হইত এবং নির্ধারিত ছয় মাস সময় অতিক্রান্ত হইবার পর জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ হইত। কিন্তু এই ধরনের কিছুই ঘটে নাই। পক্ষান্তরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বামপন্থী ধারার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। আজ পর্যন্ত সেই অভিযান অব্যাহত রহিয়াছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের ছয় মাস পরে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে ইউরোপে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধ বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মহলে আশা জাগে যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভের প্রস্তুতি হিসাবেসকল বিরোধের অবসান ঘটিবে। প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগ এই আশা আরো প্রবল করিয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই সে আশা তিরোহিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের সহিত সংগ্রাম এড়াইবার জন্য নানা যুক্তি দেখানো হয়। আমাদের পক্ষ হইতে একাধিক কারণে একইভাবে অনবরত সংগ্রাম আরম্ভের দাবি করিয়া আসা হয়। এই বিবেচনার অন্তর্নিহিত একটি প্রধান কারণ ছিল যে ১৯৪০ সালের বসন্তকালে যুদ্ধ একটা সংকটপূর্ণ পর্যায়ে পৌছিবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সময়সূচী নির্ধারণে আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। ১৯৪০-এর বসন্তকালে ভারতে কোনো সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে হইলে তাহার কয়েকমাস পূর্বে আমাদের অভিযান আরম্ভের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের যুক্তি ও আবেদন কাহারও হৃদয় স্পর্শ করে নাই। আমাদের বিরুদ্ধে এই যুক্তি উপস্থাপিত করা হইয়াছিল যে ইউরোপের সংকট যখন ১৯৪০-এর এপ্রিলের আগে আসিবে না তখন আমাদের আন্দোলন আরম্ভ করায় কোনো দ্রুততার প্রয়োজন নাই। মাসের পর মাস চলিয়া যায় আর আমাদের নেতারা কথার পর কথা বলিয়া চলেন এবং যুক্তির পর যুক্তি দেখাইতে থাকেন। কার্যকর কিছুই করা হয় নাই এবং ইতিমধ্যে ১৯৪০-এর

বসন্তকাল আসিয়া পড়ে। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সামরিক কার্যকলাপ আক্রমণাত্মক রূপ ধারণ করে। হঠাৎ এক সকালে ডেনমার্ক দখল করিয়া নরওয়ে আক্রমণ করা হয়। জার্মানী তড়িৎগতিতে আঘাত হানে। মিত্রপক্ষ বিস্মিত এবং তাহাদের রণকৌশলে বিপর্যস্ত হয়।

এখন হল্যান্ড আক্রান্ত হইয়াছে এবং সম্ভবত অবিলম্বে তাহার বিপর্যয় ঘটিবে। আরো কী কী বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। লোকেরা ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিজের উপর জাপানের আক্রমণের কথা বলিতেছেন। ইটালীয় বাহিনী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ডুচে প্যালাজ্জো ভেনিজিয়র আলন্দ হইতে রণং দেহি বক্তৃতা করিতেছেন এবং বাহিরে জনতা ধ্বনি তুলিতেছে 'টিউনিসিয়া', 'টিউনিসিয়া'। নরওয়ে বিপর্যয়ের পর লন্ডনে মন্ত্রিসভা টলমল করিতেছে।

কিন্তু ভারত কী করিতেছে? ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কী করিতেছে?

হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থী শাখা ফরোয়ার্ড ব্লক ও কিষাণসভাকে কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাহায্য ছাড়াই চলিবার চেষ্টা করিতেছে। কী করা উচিত সে সম্বন্ধে কংগ্রেস উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনো স্থিরতা নাই এবং তাঁহাদের সংশয় ও মতিস্থিরতার মনোভাব কিছু পরিমাণে সংক্রামক ও মনোবল বিনষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে। মুসলিম লীগ জাতীয় দুর্দশা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক দুর্দশা লইয়া বেশি বিব্রত। এগুলির সম্মিলিত ফল হইয়াছে এই যে সামগ্রিকভাবে ভারত আজ পঙ্কে নিমজ্জিত। গতিশীল নেতৃত্বের অভাবে সামগ্রিকভাবে জনগণ তাঁহাদের গতিশীলতা হারাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

আমরা কিভাবে দেশকে এই রাজনৈতিক অচল অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারি, কিভাবে ভারতের স্বার্থে আন্তর্জাতিক সংকটকে কাজে লাগাইতে পারি এবং কিভাবে নিজেদের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারি? ইহাই এই মুহূর্তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

প্রতিটি দিন যায় আর দুঃসহ বেদনায় নিজের হাত নিজে কামড়াইতে ইচ্ছা করে। এই বিলম্বিত মুহূর্তেও কি ভারতকে বাঁচাইবার জন্য কিছুই করা যায় না? ভারতের দাসত্ববদ্ধ জনগণ কি তাঁহাদের মহান ও প্রাচীন স্বদেশের স্বাধীনতা দাবি করিবার জন্য নিজেদের জড়তা ত্যাগ করিবেন না, নিজেদের তুচ্ছ মতভেদ ভুলিয়া যাইবেন না এবং সমবেতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইবেন না?

আমাদের হৃত-সম্পদ ফিরিয়া পাইতে এবং জাতীয় মুক্তি অর্জন করিতে এই সংকট মুহূর্তে আমরা আমাদের অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা পালন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। কংগ্রেসের প্রধান কার্য নির্বাহক সংস্থা জাতিকে সংগ্রাম পুনরারম্ভের আহ্বান দিন। সেই মহান ও পবিত্র কার্য সম্পাদনে আমরা তাঁহাদের সহিত সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইব। জাতীয় সংগ্রামের গতিশীল কর্মসূচীর ভিত্তিতে কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য সাধিত হইতে পারে। আর তখন আমরা স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করিতে পারি।

ইউরোপ যখন জ্বলিতেছে তখন কে ৩৫ কোটি ভারতীয়ের সম্মিলিত দাবি প্রতিরোধ করিতে পারিবে? স্বাধীনতা এখন প্রায় নাগালের মধ্যে। আমাদিগকে শুধু সম্মিলিত শক্তিতে ইহাকে দখল করিতে হইবে। আমরা কি তাহা করিব?

বানান মূল অনুসারী। সুভাষ রচনাবলী, ৬ ১১ মে ১৯৪০ 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' দলীয় মুখপত্রে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

কলকাতার কোদালিয়ায় নেতাজির পৈতৃক ভিটেতে

কটকে নেতাজি সংগ্রহশালায় যাত্রার প্রতিনিধি দল

মুক্তির অভিন্ন চেতনায় সম্প্রীতির ঐক্যতান'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক ঐক্যের মাঝে অপূর্ব যে বৈচিত্র্য তাই ভারতবর্ষ। সেই ঐক্যের পরম্পরাকে খুঁজতে ফের একসূত্রেয় বাঁধা পড়লেন ভারত ও বাংলাদেশের অগণিত 'অভিন্ন চেতনা'র পূজারীরা। মুক্তি সংগ্রামে-স্বাধীনতা সংগ্রামে এই চেতনা যুগে যুগে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষকে যেমন প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি প্রবল করেছে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খাকেও। এই অভিন্ন চেতনায় একতা-বিশ্বাস-বলিদান' মন্ত্রে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে মুক্তির যে চিরউজ্জ্বল ইতিহাস রচিত হয়েছে-তাকে আরও একবার আঁকড়ে ধরার প্রয়াস।

অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাণ্ডারী, বৈপ্লবিক সরকার আর্জি-হুকুমত-ই আজাদ হিন্দ' এর রাষ্ট্রপ্রধান ও আজাদ হিন্দ ফৌজ এর সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মের ১২৫ বর্ষ যখন সাড়ম্বরে উদযাপিত হচ্ছে, ঠিক একই সময় নেতাজীর আদর্শের আরেক পূজারী খণ্ডিত ভারতের পরাধীন পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষও উদযাপিত হচ্ছে। ইতিহাসের এই দুই মহানায়কের জন্মজয়ন্তীকে ঘিরে ফের এক হয় চিরবন্ধুপ্রতিম ভারত ও বাংলাদেশের নেতাজী ও বঙ্গবন্ধুপ্রেমীরা। গত বছরের (২০২১) অক্টোবর মাসে এই মহাউপলক্ষ উদযাপনে তারা গ্রহণ করে এক বিশদ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় গেল ২০২১ সালের ডিসেম্বর ও ২০২২ সালের ২৩ জানুয়ারি অবধি ভারত ও বাংলাদেশের অসংখ্য স্থানে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য সব আয়োজন।

বাস্তবায়ন কমিটি

কলকাতার বরেণ্য নেতাজী বিশেষজ্ঞ, সম্পাদক ও কবি ডঃ জয়ন্ত চৌধুরীর সার্বিক পরামর্শে দু'দেশেই গঠিত হয় নেতাজী জনচেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটি, ভারত ও নেতাজী-বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটি, বাংলাদেশ। খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ অধ্যাপক কপিল কুমারকে উপদেষ্টা, ডঃ জয়ন্ত চৌধুরীকে আহ্বায়ক ও তরুণ গবেষক বোধিসত্ত্ব তরফদারকে সদস্য সচিব করে গঠিত হয় ভারতের বাস্তবায়ন কমিটি। এতে সদস্য হিসেবে সংক্রিয় ভূমিকা নেন নেতাজী অনুরাগী ও উদ্যোক্তা মৃণ্ময় ব্যানার্জী, সুপ্রিয় মুখার্জী ও প্রিয়ম গুহের মতো উদীয়মান তরুণরা। বাংলাদেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, খ্যাতিমান সাংবাদিক ও সম্পাদক আবেদ খান এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য ইকবাল হোসেন সবুজকে উপদেষ্টা করে গঠিত হয় নেতাজী-বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটি। বাংলাদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের বলিষ্ঠমুখ ও চিকিৎসক নেতা অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়াকে আহ্বায়ক এবং ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন নেতাজীর ১২৫ জন্মবর্ষ উদযাপনে গঠিত হাই-লেভেল কমিটির সদস্য, নেতাজী গবেষক ও সাংবাদিক আশরাফুল ইসলামকে সদস্য সচিব করে গঠিত এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন সম্প্রীতি বাংলাদেশের সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব রাকেশ রহমান, সাংবাদিক-সংগঠক শওকত বাঙালী, সাংবাদিক নজরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট রুবাইয়া জামিল, কবি সুমিত্র সুজনসহ অনেকে। আয়োজনকে সফল করতে সার্বিক সহযোগিতা দেয় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর নেতাজী সুভাষ আইডিওলজি (আইসিএনএসআই), বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদ, বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস ও বিশেষায়িত গণমাধ্যম বহুমাত্রিক.কম।

বাংলাদেশে জমকালো উদ্বোধন আয়োজন

২ ডিসেম্বর ২০২১ রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত হয় নেতাজী-বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা'র উদ্বোধনী আয়োজন। অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এই আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে তাঁর অনুসৃত পথে সমৃদ্ধ ও প্রগতির বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন; সেখানে নেতাজীর আদর্শ আমাদের পাথেয়। বিশেষ করে, নেতাজীর অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ সমকালেও আমাদের নিরন্তর পথ দেখিয়ে চলেছে। তিনি সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে ভারত অভিযান পরিচালিত করেছিলেন তা সকল যুগের এক বিরল দৃষ্টান্ত।'

নেতাজী-বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটি, বাংলাদেশের সদস্য সচিব ও ভারত সরকারের নেতাজীর ১২৫ জন্মবর্ষ উদযাপনে হাই লেভেল কমিটির সদস্য আশরাফুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন- সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন সবুজ, চ্যানেল আই-এর পরিচালক এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার, সম্প্রীতি বাংলাদেশের সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব রাশেক রহমান।

আয়োজনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশে নেতাজী চর্চার ভূয়শী প্রশংসা করেন ভারতের দিল্লি এবং কলকাতার নেতাজী গবেষক ও অনুরাগীরা। কলকাতা থেকে যুক্ত হন নেতাজী বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরী, বোধিস্বত্ত তরফদার, প্রিয়ম গুহ, মৃণ্ময় ব্যানার্জী, দিল্লি থেকে শুভম শর্মাসহ অন্যরা। অনুষ্ঠানের সুরের ধারার শিল্পীদের জাগরণী সঙ্গীতে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানের সংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। অনুষ্ঠানে আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া জানান, নেতাজী-বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রার আয়োজন মূলত দুই মহান নেতার জন্মোৎসবকে ঘিরে। নেতাজীর ১২৫ জন্মবর্ষ ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে এই চেতনা যাত্রার মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন জনপদে তাদের স্পর্শধন্য স্থানসমূহে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে নেতাজী-বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শের চর্চায় উদ্বুদ্ধ করাই এই আয়োজনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে নেতাজী-নজরুল কাননের উন্মোচন: নির্মিত হবে গ্রন্থাগারও

নেতাজী-বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা'র ধারাবাহিক কর্মসূচির দ্বিতীয় আয়োজন ছিল ইতিহাসখ্যাত ভাওয়াল তথা বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায়। জনচেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে শ্রীপুর উপজেলার শিমুলতলা গ্রামে ৩ ডিসেম্বর ২০২১ এর উন্মোচন করা নেতাজী-নজরুল কানন'।

গেল বছরের (২০২১) ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতায় নেতাজী-নজরুল কানন'এর ফলক উন্মোচন করেন চেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া, সদস্য সচিব আশরাফুল ইসলাম, দৈনিক গণমুখ সম্পাদক অধ্যাপক আমজাদ হোসাইনসহ বিশিষ্টজনেরা। এর আগে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হয় নেতাজী-নজরুল কানন' এর উন্মোচন অনুষ্ঠান। চেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব আশরাফুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া। দৈনিক গণমুখ সম্পাদক ও বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক আমজাদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন-বলদীঘাট জে এম সরকার উচ্চ বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক আমির হোসেন, সমাজসেবী আবদুল বারেক বেপারী, যুব নেতা শারফুল ইসলামসহ অন্যরা। বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদির সহ বিশিষ্টজনরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে নেতাজির পদধূলি ধন্য পাঠাগারে যাত্রার সদস্যরা

নির্মিত হবে নেতাজী গণগ্রন্থাগার ও অখণ্ড শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ

নেতাজী-নজরুল কানন-এ নেতাজী গণগ্রন্থাগার ও অখণ্ড শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হলে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মহুতি দেওয়া বীর সন্তান ও পাকিস্তানের নিস্পেষণের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভারতবর্ষে প্রথম কোনও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হবে। নির্মিতব্য এই স্মৃতিস্তম্ভের পাশে গড়ে তোলা হচ্ছে নেতাজী গণগ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের প্রতি মহান আত্মত্যাগ তরুণ প্রজন্মের মাঝে পঠন-পাঠনের সুযোগ তৈরি করা হবে। আগামীর প্রজন্ম যাতে দেশপ্রেমের চেতনায় বেড়ে উঠতে পারে, এই গ্রন্থাগার নির্মাণ সেই উদ্দেশ্যেই নিবেদিত বলে জানিয়েছেন এর উদ্যোক্তারা।

নেত্রকোণায় আলোচনা

নেত্রকোণা পৌরসভা ও ময়মনসিংহ বিভাগী প্রেস ক্লাব এবং নেত্রকোণা প্রেস ক্লাবের সহযোগিতায় পৌরসভা মিলনায়তনে ৪ ডিসেম্বর ২০২১ এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আবদুর রহমান। পৌর মেয়র নজরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার , অধ্যাপক মতীন্দ্র সরকার, অধ্যাপক ননী গোপাল সরকার, মুক্তিযোদ্ধা হায়দার জাহান চৌধুরীসহ অন্যরা। চিন্ময় তালুকদারের সঞ্চালনায় সাংবাদিক ভজন দাসের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি সুমিত্র সুজন। আবৃত্তি করেন অনামিকা। পরে চেতনা যাত্রার প্রতিনিধি দল নেত্রকোণা শহরের নেতাজী ও বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন এবং জেলার আটপাড়া উপজেলার মহেশ্বরখিলা গ্রামে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী প্রয়াত সুরেন্দ্র কিশোর সোমের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান।

বঙ্গবন্ধুর চোখে নেতাজী ও নজরুল' শীর্ষক আলোচনা

বাংলাদেশ ঘোষিত মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর চোখে নেতাজী ও নজরুল' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজি-বঙ্গবন্ধু-নজরুল জনচেতনাযাত্রা' বাস্তবায়ন কমিটির সহযোগিতায় গত ৫ ডিসেম্বর, ২০২১ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব নজরুল স্টাডিজ। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কৃষিবিদ ড. মো. হুমায়ুন কবীর। প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (অন্তর্বর্তীকালীন) অধ্যাপক মো. জালাল উদ্দিন। সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদের সভাপতি ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া।আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আহমেদুল বারী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম, গবেষণা ও সম্প্রসারণ দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাহাবউদ্দিন, প্রক্টর ড. উজ্জ্বল কুমার প্রধান, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক তপন কুমার সরকার, কর্মকর্তা পরিষদের সভাপতি আব্দুলাহ আল মামুন ও নেতাজি-বঙ্গবন্ধু-নজরুল জনচেতনাযাত্রা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব আশরাফুল ইসলাম। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ত্রিরত্ন হিসেবে আখ্যা দিয়ে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য ও ট্রেজারার প্রফেসর মো. জালাল উদ্দিন বলেন, বাঙালির এই ত্রি-রত্ন ছিলেন প্রকৃত ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক সূর্যসন্তান। তারা কখনও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি। তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা।' নতুন প্রজন্মকে ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, মহামানবদের জীবনী বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে তারা সবসময় ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। আমরা যদি নিজেদের বঙ্গবন্ধুর সৈনিক মনে করি তবে অবশ্যই আমাদের ছোট ছোট ছোট স্বার্থগুলোকে ছেড়ে দেওয়াটা শিখতে হবে।' মূল বক্তা প্রফেসর ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া বলেন, নেতাজী-বঙ্গবন্ধু ও নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। তারা সবসময় সাম্য ও মানবতার জয়গান গেয়েছেন।' সভায় সভাপতির বক্তব্যে রেজিস্ট্রার কৃষিবিদ ড. মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, আমাদের দেশে পাকিস্তানের প্রেতাত্মারা এখনো সক্রিয়। তারা সাম্প্রদায়িক উষ্কানির মধ্যদিয়ে আমাদের দেশের সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা এখনো করে যাচ্ছে। এর কারণ আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।' মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ধরনের অনুষ্ঠান আরও আয়োজন করবে বলে সভাপতির বক্তব্যে রেজিস্ট্রার ঘোষণা দেন। আলোচনা সভায় অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থি ছিলেন। ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি অনুপম সাহাসহ অন্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বিপ্লব: নেতাজী ও বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ও মাস্টারদা সূর্য সেন স্মৃতি রক্ষা কমিটি ও আমরা করব জয় সংগঠনের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিপ্লব: নেতাজী ও বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা' শীর্ষক আলোচনার আয়োজন করে নেতাজী-বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটি''। গত ৯ ডিসেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে চেতনাযাত্রা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আনোয়ারুল আজিম আরিফ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন, 'তরুণ প্রজন্মকে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ধারণ করতে হবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে।' 'একাত্তরের মতো সংগ্রামের অনিবার্যতা দেখা দিলে এখনকার প্রজন্ম কতোখানি প্রস্তুত' এই প্রশ্ন তুলে অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ আরও বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ কিংবা ঔপনিবেশিক শাসনামলের দুর্বিষহ নিস্পেষণের ইতিহাস যদি আমরা না জানি তবে চেতনার উন্মেষ ঘটবে না।' আয়োজক সংগঠনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমন্বয়ক লেখক-সাংবাদিক শওকত বাঙালির স্বাগত বক্তব্য ও সঞ্চালনায় এতে আলোচনায় অংশ নেন-বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক রীতা দত্ত, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ, চেতনাযাত্রা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ও ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন নেতাজীর জন্মোৎসব উদযাপনে হাই লেভেল কমিটি'র সদস্য মোঃ আশরাফুল ইসলাম, সাংবাদিক নজরুল ইসলাম, লতিফুল বারী হামীম, চট্টগ্রাম চেম্বারের সাবেক পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ, মাস্টারদা সূর্য সেন স্মৃতি রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, মাস্টার দা সূর্য সেন স্মৃতি পাঠাগার, রাউজানের সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত প্রমুখ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্মূল কমিটির সহ-সভাপতি দীপংকর চৌধুরী কাজল, কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক অলিদ চৌধুরী, যুগ্ম-সম্পাদক আবু সাদাত মোঃ সায়েম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক রুবা আহসান, সাবেক ছাত্রনেতা দেবাশীষ আচার্য, অ্যাডভোকেট মোঃ সাহাব উদ্দিন, আকতার হোসেন, আবদুল কাদের প্রমুখ।

বিশিষ্টজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ে নেতাজী, বঙ্গবন্ধু ও বিপ্লবীদের স্মৃতি রক্ষার আবেদন

নেতাজী-বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা বাস্তবায়ন কমিটির নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। মতবিনিময়ে নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রাম অঞ্চলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগণিত বিপ্লবী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য তাদের কাছে অনুরোধ জানান। নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামের রাউজানের সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরী, চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোঃ মামুনুর রশীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

চট্টগ্রামে নেতাজী ও বিপ্লবীদের স্মৃতিধন্য স্থান পরিদর্শন

ভারতের স্বধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামের অবদান অসামান্য। মাস্টার দা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার দখল করে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে কয়েক দিন চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে সক্ষম হন। এই সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্ভাসিত হন সুভাষচন্দ্র বসুও। তিনি গোপনে দেশত্যাগের পূর্বে চট্টগ্রাম সফর করেন। নেতাজী-বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা চট্টগ্রাম শহরের সেইসব স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দল যান মাস্টার দা সূর্যসেনের ভিটে নোয়াপাড়াতেও। সেখানে এই অমর শহীদের স্মৃতিস্তম্ভে বিনম্র শ্রদ্ধা জানায়। কক্সবাজার সফরকালে প্রতিনিধি দল উখিয়ায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিধন্য ফেলু চাকমার বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং সেখানে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানান।

মুজিবতীর্থে নেতাজী ও বঙ্গবন্ধুর অভিন্ন চেতনার জয়গান

মুক্তির অভিন্ন চেতনায় সম্প্রীতির ঐক্যতান' শ্লোগানে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নেতাজী-বঙ্গবন্ধু জনচেতনা যাত্রা মুজিবতীর্থ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় পৌঁছায় গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২১। টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে বিনম্র শ্রদ্ধা অর্পণ করে দুই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর অভিন্ন চেতনা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেন নেতাজী-বঙ্গবন্ধুপ্রেমীরা। পরে একই দিনে গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনারে মিলিত হয় এই চেতনাযাত্রা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল পরম্পরা ও বঙ্গবন্ধুর প্রদীপ্ত ভাস্কর' শীর্ষক সেমিনার। নেতাজী-বঙ্গবন্ধু জনচেতনাযাত্রা বাস্তবায়ন কমিটি, বাংলাদেশ' এর সদস্য আশরাফুল ইসলামের সঞ্চালনায় এবং আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও ১৪ দলের মুখপাত্র আমির হোসেন আমু, এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমির হোসেন আমু বলেন, অবিভক্ত ভারতের স্বাধীন সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অবদানের যোগ্য সম্মান তিনি আজও পাননি। নেতাজী যে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নেতাজী আজও এক আবেগের নাম।' – বাঙালিদের প্রতি বিদ্বেষ যুগে যুগে ছিল নেতাজীও তার শিকার হয়েছিলেন, যার জন্য দুই বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েও তাকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল'-যোগ করেন জ্যেষ্ঠ এই রাজনীতিক। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া বলেন, বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিকভাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী হলেও তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন নেতাজীর সংগ্রামী চেতনার দ্বারা। নেতাজীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও সংগ্রামের যে অভিন্নতা আমরা লক্ষ্য করি তা অন্য কারও ক্ষেত্রে দেখা যাবে না। মূলত বঙ্গবন্ধুর সত্বায় বাঙালির তিন গৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের আদর্শ ও চেতনার সংমিশ্রণ।' বক্তব্য রাখেন-বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব, গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলী খান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. হুমায়ুন কবীর, বিশিষ্ট গবেষক ও বাংলা আকাডেমির উপ-পরিচালক ড. শাহাদা হোসেন নিপু, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. রাজিউর রহমান, সাংবাদিক শওকত বাঙালী, নজরুল ইসলাম, ইতিহাস ও ঐতিহ্য কেন্দ্রের সভাপতি সরদার সেলিম রেজা প্রমুখ।

ভারতে নেতাজী জনচেতনা যাত্রার উদ্বোধনী আয়োজন

সমগ্র বাংলাদেশ ঘোরার পর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমগ্রামে ১২ ডিসেম্বর শুরু হল পথ চলা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সুদূর দিল্লি থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ইতিহাসবিদ প্রফেসর কপিল কুমার। এছাড়াও আলোচনায় নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, বাংলাদেশ থেকে আশরাফুল ইসলাম সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা কনভেনশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বোধিস্বত্ত তরফদার, ডাঃ মধুসূদন পাল, গবেষক ড. পলাশচন্দ্র কুমার এছাড়াও সিঙ্গাপুর থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টরা। এরপর কোভিড পরিস্থিতির কারণে একটু থিমে গতি হলেও আবার যাত্রা শুরু হয় এবং সেই যাত্রা কলকাতা হয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোদালিয়া গ্রাম এখন যা সবাই সুভাষ গ্রাম নামেই চেনে সেই গ্রামের নেতাজির পৈতৃক ভিটেতে মাল্যদান করে নেতাজির পদধূলি ধন্য ঠাকুরদালানে স্মৃতির সরণী বয়ে যাত্রা রওনা দেয় নেতাজির জন্মস্থান কটকের উদ্দেশ্যে। সেখানে নেতাজির জন্মস্থান সংগ্রহশালায় তাঁর জন্মকক্ষটিকে ছুঁয়ে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে। ২৩ জানুয়ারি দিল্লিতে মহাসমারোহে কোভিড বিধি মেনে পালন করা হবে নেতাজির ১২৫ জন্ম দিবস। এর সাথেই এই চেতনা যাত্রায় যেখানে যেখানে নেতাজি অনুরাগী এবং নেতাজি গবেষকরা দাবি পত্র তুলে দিয়েছিল সেই দাবিপত্রগুলিকে শুভ দিনে সরকারের কাছে বিচার চেয়ে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

নেত্রকোণার ডেপুটি কমিশনারকে বই প্রদান

চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনারকে বই প্রদান

মহানিষ্ক্রমণের ভুল তথ্য

প্রথম পাতার পর

১৯৬৮ সালে জনৈক পরিবারের সদস্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির কাছে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে কলকাতা থেকে সুভাষ বসু নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন এবং সেই সবের জন্য তারা পাকিস্তানে যেতে চায়। যদিও সেই চিঠির উত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন পাকিস্তানে যাওয়া সম্ভব নয়। ঠিক তার পর থেকেই এই প্রচলিত গল্পকে পরিবারের সকলে তুলে ধরেন জনসমক্ষে। একটি চ্যানেলের খুবই জনপ্রিয় এক অনুষ্ঠানে খোঁজ খবর নিয়ে তারা পাকিস্তানে পৌঁছয় এবং সেখানে যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন তাদের ভাষ্য কোনওভাবেই জনৈক পরিবারের সদস্যের সাথে মেলেনি। ইংরাজি পাঠ্য বইতে তৈরি করা গল্প এখন সকলকে পড়ানো হয়। ইতিহাসবিদরা ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিকৃত করে সমাজে যে অকল্যাণ করছে তা হয়তো তারা বুঝেও না বোঝার মতো শুধুই মুনাফা লাভের জন্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাজ করে চলেছেন। আজ এটুকুই জানানোর যে মুনাফা লোভীরা হুঁশিয়ার হোন, আর কিছুদিনের মধ্যেই এই সত্য প্রকাশ পাবে। মিথ্যাকে কোনও দিনও কোনও প্রমাণ দিয়ে সত্য করা যায় না। আর সত্যের প্রমাণ চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। শিখ সম্প্রদায়কে আমাদের কুর্নিশ।

নেত্রকোণায়

প্রথম পাতার পর

নেত্রকোণায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানির সমাধির খোঁজ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পদস্পর্শে ধন্য নেত্রকোণায় আজাদ হিন্দ ফৌজের এক বীর সেনানীর সমাধির খোঁজ মিলেছে অনুসন্ধানে। জানা গেছে, জেলার আটপাড়া উপজেলার মহেশ্বরখিলা গ্রামের সুরেন্দ্র সোম নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ছিলেন। ওনার পুরো নাম সুরেন্দ্র কিশোর সোম। তাঁর পিতা রাজেন্দ্র কিশোর সোম স্থানীয় জমিদার ছিলেন। সুরেন্দ্র কিশোর সোম ১৯৮৯ সালে নিজ বাড়িতেই মৃত্যুবরণ করেন। পারিবারিকভাবেই ওনার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয় নিজের ব্যক্তিগত পুকুরের পূর্ব পাশে। সেখানে এখন একটি সমাধিস্থল করে রাখা হয়েছে।

প্রয়াত আজাদ হিন্দ সেনানী সুরেন্দ্র কিশোর সোমের ভ্রাতুষ্পুত্র সনদ সোম এ প্রসঙ্গে বলেন, জেঠুর সাথে অনেকটা সময় আমি কাটিয়েছি। তিনি যখন কলকাতায় তখন পেশায় আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। বাড়িতে এসে ব্যাংকিং পেশায় অর্থাৎ লোন অফিসে যুক্ত হন। ওনার মুখে প্রায়ই বন্দেমাতরম 'জয় হিন্দ' শুনতাম। শুনেছি এটা ছিল উনাদের আন্দোলনের স্লোগান। তিনি সবসময়ই আন্দোলনের খবরাখবর রাখতেন এবং প্রায়ই নেতাজী সম্পর্কে কথা বলতেন। মধুয়াখালী পোস্ট অফিসে উনার নামে ক্ষুদে বার্তা বা চিরকুট আসতো। এইগুলা আসলে উনাকে গোপনে দিয়ে যাওয়া হত কিংবা উনাকে খবর দেওয়া হত। এইগুলো পেয়েই তিনি বিভিন্ন জায়গায় বের হতেন। সকল কাগজপত্র উনার ট্রাঙ্কেই ছিল। একবার আমাদের বাড়িতে ডাকাতি হয়। সেইসময় ডাকাতরা ঘরের সবকিছু নিয়ে যায়। এমনকি পরদিন স্নান করে যে আরেকটা কাপড় পরবো তারও ব্যবস্থা ছিল না। ফলে সকল ডকুমেন্টস আমারা হারিয়ে ফেলেছি। তবে ওনার কাছে একটা খদ্দরের চাদর ও একটা টুপি থাকতো। টুপিটা নাকি ওনার আন্দোলনের। এইগুলো তিনি কখনোই হাতছাড়া করতেন না।'

বাংলাদেশ রাইফেলস এর অবসরপ্রাপ্ত জেসিও (নায়েব সুবেদার, ক্লার্ক) এবিএম গোলাম মোর্শেদ খান বলেন, নেতাজী সভায় যোগদান করার পূর্বে বর্তমান ছোট বাজারস্থিত ঘৃতঘরে খানিক বিশ্রাম করেন।' যদিও বর্তমান ঘৃত ঘরের মালিক বাদল ঘোষ বলেন, এই ঘৃত ঘরের পিছনে একটি কাছারি ঘর ছিল। এই কাছারি ছিল তাড়াইলের তালজঙ্গার জমিদারদের। এই কাছারি ঘরে বসেই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বিশ্রাম করেছিলেন এবং গল্পে মেতে ওঠেন বলে শুনেছি।

উল্লেখ্য, তাড়াইলের তালজাঙ্গা জমিদার বাড়িটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জমিদার রাজ চন্দ্র রায়। যিনি ছিলেন শিক্ষিত জমিদার, তখনকার সময়ের এম.এ.বি.এল ডিগ্রীপ্রাপ্ত উকিল ছিলেন। জমিদারি শেষ হয় তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। জমিদার বাড়ির জমিদার হন তার ছেলে মহিম চন্দ্র রায়। মহিম চন্দ্র রায়ও বাবার মত ছিলেন শিক্ষিত এবং এম.এ.বি.এল ডিগ্রীপ্রাপ্ত একজন উকিল। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে এই জমিদার বাড়ির জমিদারির সমাপ্তি ঘটে। জমিদার রাজ চন্দ্র রায়ের নাতি বা জমিদার মহেন্দ্র রায়ের ছেলে নৃপেন্দ্র চন্দ্র ও তার ৭ ভাই মিলে ভারতের কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে সংরক্ষণের অভাবে তালজাঙ্গা জমিদার বাড়িটির বেহাল দশা বিরাজমান।

পৈতৃক ভিটে

প্রথম পাতার পর

ভিটেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল এবং বলতে লাগল, আপনাদের দৌলতে আজকে দরজা খোলা পেলাম, আমরা এলাকায় থাকি এখান থেকেই যাতায়াত করি, কিন্তু করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি এই বাড়িটির দিকে। আজকে এই সুযোগ আমাদের কতো তৃপ্তি দিচ্ছে জানেন না। তাঁরও অদ্ভুতভাবে পরিবারের লোকজনদের দুষলেন এবং বললেন আপনারা সুযোগ করে দিন এই বাড়ির দায়িত্ব আমরাই নেব এবং বংশপরম্পরায় নবীন প্রজন্মরাও এগিয়ে আসবে এই বাড়ির দায়িত্ব নিতে। পরিবারের লোকজনদের চাইনা, রাগ ক্ষোভ দিনে দিন বেড়ে চলেছে নেতাজি তাঁর নিজের মহিমায় নতুনদের কাছেও এক 'আইকন' হয়ে থাকছেন তিনি। তবে দিন আসছে মানুষজন আর সহ্য করবে না। এখন থেকেই বাঙালি ভারতবাসীর কাছে পরিবারের মুনাফালোভীরা ক্ষমা চেয়ে নিক।

মহানগরে

জরুরি ওষুধ কমালো রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিনা পয়সায় ওষুধ সরবরাহের যে দাবি অর্জিত হয়েছিল, তাকে পদদলিত করে গত এক বছরের বেশি সময় ধরে কোভিড কালে প্রতিবাদ না হতে

পারার সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক (সেকেন্ডারি) এবং উচ্চতর (টার্শিয়ারি) চিকিৎসার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ওষুধ সরবরাহ দ্রুত সংকুচিত করছিল। যার দরুণ ওষুধ না পেয়ে চিকিৎসা সম্পন্ন না করতে পারার হতভাগ্য সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে মহকুমা ও স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ওষুধ কমানোর নির্দেশ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কর্পোরেট মালিকের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পথেই আরেকটি পদক্ষেপ। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে প্রকাশিত যে ওষুধের তালিকা এ পর্যন্ত মেনে চলা হত, তাতে জরুরি ওষুধের তালিকায় ৬৪৪ ধরনের ওষুধ ছিল।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারে'র পক্ষ থেকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ডাক্তার – নার্স – স্টাফ পরিকাঠামো কমিয়ে এনে, যে কার্যত চিকিৎসা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। আজ স্বাস্থ্য অধিকর্তার কথায় কার্যত তারই স্বীকৃতি পাওয়া গেল। এই সমস্যার জন্য মানুষ বাধ্য হয়ে বেসরকারি কর্পোরেট স্বাস্থ্য পরিষেবার খপ্পরে পড়ছে। যেভাবে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড বাধ্যতামূলক করে সমস্ত মানুষের সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারকে খর্ব করতে শুরু করেছে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং তার সরকার, ঠিক সেই ভাবেই ওষুধ সরবরাহ সংকুচিত করে জরুরি ওষুধের তালিকা থেকে ২৮৩ টি ওষুধ ছাঁটাই করে আজকে মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার খর্ব করতে চাইছে। স্বাস্থ্য কর্পোরেট এবং ইন্সুরেন্স ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি শক্তিশালী ফার্মা কর্পোরেট ওষুধ ব্যবসায়ী মুনাফাও সুনিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ রাজ্য-কেন্দ্র। রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে না পারলেও ক্রিকরোস্থিত কলকাতা জেলার মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারে'র আবেদন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ অনলাইনে প্রতিবাদ ধ্বনিত করুক। কোভিড চিকিৎসার দায়দায়িত্ব কীভাবে তৃণমূল সরকার ঝেড়ে ফেলতে চাইছে, তার বিরুদ্ধেও লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলুক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারও তারাও বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি করে হাসপাতালের এই জরুরি ওষুধের তালিকা থেকে কমবেশি ৯০ টি ওষুধ বাদ দেয়। এই সিদ্ধান্তে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারে'র চিকিৎসকদের মতে, কোভিড নাইন্টিনের পর ওষুধের কাঁচামাল পেতে দেরি হওয়ায়, এমনিতেই ওষুধের জোগানে সমস্যা নিত্যদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই ওষুধের বিভিন্ন মাত্রা বা ক্ষমতা তালিকায় থাকলে একটির জোগানে সমস্যা হলে আরেকটি মাত্রার ওষুধ দিয়ে কাজ চালানো যেতো। এবার আর কোনও বিকল্প ওষুধ থাকছে না। এবার থেকে একই গোত্রের একধরণের ওষুধের জোগান না থাকলে রোগী ওষুধ না পেয়ে মারা যাবে।

টাউন হলে পুর অধিবেশন

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুরসংস্থার বর্তমান অষ্টম পুর বোর্ডের প্রথম মাসিক পুর অধিবেশন হবে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক টাউন হলের সভাগৃহে। চলতি মাসের ২৮ জানুয়ারি ওই স্মরণীয় অধিবেশনটি

হওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কলকাতা পুরসংস্থার বর্তমান কর্তৃপক্ষ মাসিক পুর অধিবেশনটি কেন্দ্রীয় পুর ভবনের ঐতিহ্যবাহী 'কাউন্সিল চেম্বারে' আয়োজন না করে পরিবর্তে কলকাতা পুরসংস্থার কর্তৃত্বাধীন টাউন হলে আয়োজনের ব্যবস্থা করছে। কারণ টাউন হলের সভাগৃহে অনেকটা বেশি জায়গা পাওয়া যাবে। সেখানে দূরত্ববিধি বজায় রেখে নিরাপদে বসতে পারবেন পুর প্রতিনিধিরা। এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতার ফিরহাদ হাকিম। ১৭ জানুয়ারি টাউন হল পরিদর্শনে আসেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, পুর অধ্যক্ষা মালা রায়, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, পুর সচিব হরিপ্রসাদ মণ্ডলসহ পুরসংস্থার আধিকারিকরা। পরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, টাউন হল কলকাতা পুরসংস্থার কর্তৃত্বাধীন। তাই ঐতিহ্যবাহী এই জায়গাই পুরসংস্থার গুরুত্বপূর্ণ মাসিক অধিবেশনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। এখানে অনেকটা জায়গা নিয়ে পুরপ্রতিনিধিদের বসার জায়গা করা যাবে। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে যা অত্যন্ত জরুরি।

মহানাগরিক আরও বলেন, কেন্দ্রীয় পুর ভবনের ঐতিহ্যবাহী 'কাউন্সিল চেম্বারে' জায়গা অপরিসর। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিতে সেখানে অধিবেশন বসলে কোভিড আক্রান্ত হওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই আমরা একটা খোলামেলা জায়গা খুঁজছিলাম। তিনি আরও জানান, এর আগে ২০০৬ সালে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য মহানাগরিক থাকাকালীন একবার বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে পুরসংস্থা মাসিক অধিবেশন বসিয়েছিলেন। তবে এখন পরিস্থিতি আলাদা। পুরসংস্থার কর্তৃত্বাধীন টাউন হলে আগামী ২৮ জানুয়ারি কলকাতা পুরসংস্থার বর্তমান পুর বোর্ডের প্রথম মাসিক অধিবেশন বসবে। অধিবেশন পরিচালনা করবেন বর্তমান অধ্যক্ষ মালা রায়। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসংস্থার সর্বশেষ পুর অধিবেশন বসে ২০২০ সালের ৭ মার্চ কেন্দ্রীয় পুর ভবনের ঐতিহ্যবাহী 'কাউন্সিল চেম্বারে'।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আলিপুর জেল 'আলিপুর ইনডিপেনডেন্স মিউজিয়ামে' বিবর্তিত হল।

ছবি – অরুণ লোধ

লেন্স বার্তা

দক্ষিণ দমদম পুরসভার কোভিড যুদ্ধ।

মাস্ক ছাড়াই বাড়িতে হাজির স্যানিটাইজ কর্মী, মুর এভিনিউতে।

বর্ষবরণ এর ফল,বহু এলাকা পরিণত হয়েছে মাইক্রো কনটাইনমেন্ট জোনে, সদ্য কাটলো গঙ্গাসাগর, ফল কী হবে কে জানে!

গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে,প্যাকেজ ঘোষণা ফুল বিক্রেতার।

গ্যাস এর দাম আকাশছোঁয়া, তাই কাঠ ও ভাঙা ডালই ভরসা আধুনিক কলকাতার অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের। ছবি : অভিজিৎ কর

কারিগরি শিক্ষা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ জানুয়ারি থেকে যে যুব দিবসের মাধ্যমে যুব সপ্তাহের সূচনা হয়েছিল তা শেষ হলো ১৯ জানুয়ারি। নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার পক্ষ থেকে এই সপ্তাহটিকে মহা সমারোহে পালন করা হয়। ১৭ জানুয়ারি একটি পদযাত্রা শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সামনে থেকে এবং শেষ হয় লেক কালীবাড়ির কাছে। ১৮ জানুয়ারি কারিগরি শিক্ষা দিবস হিসাবে চেতলার হিন্দ সংঘে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হিন্দ সংঘের দুমাস ব্যাপী যে কারিগরী শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে সেই সব যুব-যুবারা। তারা কিভাবে এই কারিগরি শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে

যেতে পারে তার দিকদর্শন করান কলকাতা ইউনিভার্সিটির আশুতোষ সেন্টেনারি সংগ্রহশালার কিউরেটর ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা। এছাড়াও সেন্ট জেভিয়ার্সের দুই ছাত্র সৌরিক দাস এবং ওস্মিতা গুপ্তা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভি সি শ্রীকান্ত। এদিন একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয় যে যে জিনিস কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে গত দুমাস ধরে। ১৯ জানুয়ারি নেশা বিরোধী দিবস হিসাবে পার্ক সার্কাসে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টরা। তারা নেশার কুপ্রভাব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন যুবকদের সঙ্গে।

সুতি খালে পলি, হচ্ছে পাম্পিং স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুতি খাল দীর্ঘদিনের কঠিন পলিতে মজে গিয়েছে। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের পূর্বস্থিত যাদবপুরের ১২ নম্বর বরোর অন্তর্গত ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি প্রাক্তন বিমানসেবিকা অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুযোগ এই ওয়ার্ডে কেইআইআইপি'র তত্ত্বাবধানে এডিবি'র অর্থে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে প্রায় এক বিঘা জলাজমি ভরাট করে নিকাশি পাম্পিং স্টেশন ও ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনের নির্মাণ কাজ শুরু হল। কাজ শেষ হতে দু'বছর লাগবে। কিন্তু বর্ষার জমা জল না বের হওয়ার মূল যে সমস্যা রাজ্যের সেচ দফতর যদি সুতি খালের দীর্ঘ দিনের জমাট বাঁধা পলির সংস্কার না করে, তবে এই বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যয় করে তৈরি পাম্পিং স্টেশন দিয়ে বর্ষার জমা জল তুলে ফেলেও কাজে লাগবে না বলে আশঙ্কা অনন্যার। প্রসঙ্গত, গত অক্টোবরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পর প্রায় ১১ দিন বর্ষার জমা জলে বন্দি ছিল যাদবপুরের মুকুন্দপুর, পূর্বালোক, নয়াবাঁধ, অজয়নগর, নিতাইনগর, দাশপাড়া, ছিটকালিকাপুরের বহু বিলাসবহুল আবাসনের বাসিন্দা। জমা জলে নাকাল হয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েন তাঁরা। ২০ জানুয়ারির এই নতুন নিকাশি পাইপলাইন বসানোর সূচনার দিনে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এই ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় সাত বর্গ কিলোমিটার এলাকার বর্ষার জমা জল এই প্রকল্পের দ্বারা সরানো হবে। এদিনের প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধায়ক মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার, এই প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কেইআইআইপি'র আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, এবার কী বেহালা পশ্চিমস্থিত ১২৫, ১২৬, ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে একই ধরনের ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালি ও নিকাশি নালার নির্মাণ কাজের সূচনা হবে। সেই আশায় কী ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দারা!

৭৫ বছর উদযাপনে একত্রিত হলেন ভারতের পটশিল্পীরা

শ্রীজাতা সাহা সাহ : পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর মহকুমার পিংলা ব্লকের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম নয়া। এখানে বসবাস করেন প্রায় ১০০র-ও বেশি পটচিত্রকর। সাধারণভাবে এঁদের ডাকা হয় পটুয়া বলে। এই পটশিল্পীরা পট ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে একান্তভাবে প্রয়াসী হয়েছেন। একটি লম্বা কাপড়ে খোপ কেটে কেটে তাতে ছবি আঁকা হয় প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে। সেই পটচিত্রে কি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে রং-তুলির টানে তা জানানো হয় সঙ্গীত সহযোগে। এইটিই পটচিত্রের পরিচিতি।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নয়া গ্রামবাসী যশস্বী পটচিত্র শিল্পী বাহাদুর চিত্রকর এই শিল্প শিখেছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের কাছ থেকে। তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে ওই শিল্পকলা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন পারিবারিক শিল্প। বাহাদুরের বিশেষত্ব কালীঘাট পটচিত্র আঁকায়-ও। তিনি পট আঁকেন রামায়ণ, মহাভারত এবং সমকালীন সামাজিক বিষয় নিয়ে- যেমন বৃক্ষরোপণ, বাল্য বিবাহ, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি। বর্তমানের অতিমারী পরিস্থিতি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, নেতাজী, ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী হাজরা, বিনয়-বাদল-দীনেশের মতো যশস্বী বিপ্লবীদের আত্মবলিদান নিয়েও ছবি এঁকেছেন তিনি।

বস্তুত, পটুয়ারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সব রকম নিপীড়নের শিকার হয়েছেন একসময়ে। তবুও তাঁরা সব রকম প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এখনো, সে পরিস্থিতি যতোই খারাপ হোক না কেন।

বাহাদুর টেলিফোনে জানালেন, প্রথম প্রথম তাঁরা গ্রামে গ্রামে যেতেন মনোরঞ্জনকারী হিসেবে। ছবি দেখাতেন আর কাহিনী বর্ণনা করতেন নিজেদেরই সুর দেওয়া গান গেয়ে। গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গান করলেও পরিবর্তে কী পাওয়া যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। অনেকদিনই ফিরতে হতো খালি হাতে, খাবার কিছু থাকতো না। তবে, ইদানীং বিভিন্ন মেলা, আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই ধরণের শিল্পকলার সমাদর হওয়ায় তাদের জীবনে প্রাণের স্পন্দন ফিরে এসেছে।

বাহাদুর আরও জানালেন, বর্তমান প্রজন্ম আরও অনেক কাজের সঙ্গে যুক্ত। তবে, তিনি মনে করেন, তাঁরা পটচিত্রকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাবেন না। কারণ, তাঁরা পট এঁকে মানসিক আনন্দ পান। বাহাদুরের দুই সন্তান এখনো সকাল থেকেই পটচিত্র আঁকতে বসে। তারা সকলেই এই কাজ করে। এই ভাবেই ঐতিহ্য বয়ে চলে।

বাহাদুর, তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা-

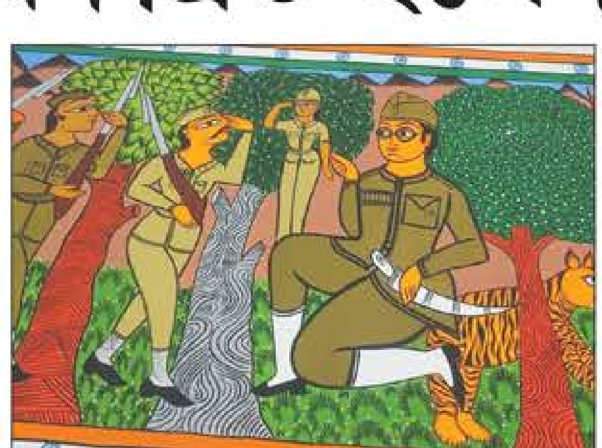

মনোরঞ্জন চিত্রকর, বাপি চিত্রকর, সাবিনা চিত্রকর, সমীর চিত্রকর, রঞ্জন চিত্রকর, সালেমা চিত্রকর, ময়না চিত্রকর, মলয় চিত্রকর এবং আরও অনেকে সদা সচেষ্ট এই ঐতিহ্যবাহী পট আঁকার কাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

তবে, বাহাদুর এও মনে করেন, এদের আর-ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। ভালো হয় যদি একটি গুরুকুল বা বিদ্যালয় থাকে- যেখানে তারা ছবি আঁকা এবং গান শিখতে পারবে। তাদের শিল্পকলা অনুশীলন আর-ও মজবুত করার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। বাহাদুর এই কাজ হাতে নিয়েছেন তাঁর স্বল্প ক্ষমতার মধ্যেই এবং কঠোর পরিশ্রম করছেন। পাশাপাশি, চিরাচরিত এই শিল্পকলাকে সংরক্ষণ করার কাজেও সচেষ্ট হয়েছেন। এজন্য বাড়ির লাগোয়া একটি ছোট সংগ্রহশালা তৈরি করেছেন যার নাম 'পটচিত্র মিউজিয়াম'। এখানে ৫ হাজার সংরক্ষিত বস্তু রয়েছে। শুধুমাত্র পুরোনো পটচিত্রই নয় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত পুঁথিও রাখা হয়েছে যত্নের সঙ্গে, ভালোবাসার সঙ্গে।

বাহাদুর এবং তার দলের পাশাপাশি, ওড়িশা, বিহার এবং ঝাড়খন্ডের পটুয়ারা সম্প্রতি 'কলাকুম্ভ-আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' বা শিল্পী কর্মশালায় অংশ নেন চণ্ডীগড় এবং ভুবনেশ্বরে। প্রায় ৭৫০ মিটার লম্বা পটে তাঁরা ফুটিয়ে তোলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অচেনা-অজানা নায়কদের শৌর্যের কাহিনী। এই বিশাল পটে আঁকা শিল্প-ই ২০২২-এর সাধারণতন্ত্র দিবসে এক স্বতন্ত্র রূপ নিতে চলেছে সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ব্যবস্থাপনায়।

প্রসঙ্গত, সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই কর্মশালাদুটিতে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের পটশিল্পীদের আঁকা স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের অবদান বিষয়ক পটচিত্র প্রদর্শিত হয়। শিল্পীরা ওই কর্মশালাতে বসেই পটচিত্রগুলি সৃষ্টি করেন। নতুন দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট, ওড়িশায় ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি এবং সিলিকন ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির সহযোগিতায় ২০২১-এর ১১ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে এবং চিকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ২০২১-এর ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২০২২-এর ২ জানুয়ারি পর্যন্ত চণ্ডীগড়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

'কলাকুম্ভ- আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিফলন ঘটানোর পাশাপাশি, প্রগতিশীল ভারতের ৭৫ বছর উদযাপন, এ দেশের মানুষ, সংস্কৃতি এবং সাফল্যের উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ভারত সরকারের অনুপম উদ্যোগগুলি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। ওড়িশার গঞ্জাপা তাস, পটচিত্রের স্রষ্টারা, বা ওই রাজ্যের-ই সৌরাশিল্পীরা, বিহারের মধুবনী ও মঞ্জুসা শিল্পীরা, ঝাড়খন্ডের গোধনা ও সোহরাই দেওয়াল চিত্রকর এবং পশ্চিমবঙ্গের পটশিল্পীরাই শিল্পসৌকর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিচিত নায়কদের শৌর্য বা বীরত্বের কাহিনী প্রাকৃতিক রং ও তুলির টানে, যা নতুন দিল্লির রাজপথে এ বছর সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে প্রত্যক্ষ করা যাবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com